ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শচীন-কন্যার কাছে কি হেরে গেলেন সাইফ-কন্যা?

পৃঃ ৫

ব্যালন ডি'অর জয়; কত পয়েন্ট পেয়েছিলেন মেসি?

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩০২ ● কলকাতা ● ২০ কার্ত্তিক, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ০৭ নভেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের

পরিবারে নিরাপত্তা দেয়া হয়নি , তবে জমি কাগজপত্র করে দেওয়ার জন্য তদন্ত শুরু করেছে লোকাল প্রশাসন

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তিনটি দৈনিক কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার তার পরিবার আজকের দিনেও নিরাপত্তা পায়নি সরকারিভাবে, মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে কোনো সদস্যের কোথাও যদি কিছু ঘটনা ঘটে যায় তাহলে তার দায় নেবে কে? তাকে কি কেউ গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে এই পরিস্থিতি। তবে কি সমস্ত ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য মৃত্যুঞ্জয় সরদার খুন হলে একশ্রেণীর নেতাদের সুবিধা হয়, কারণ নেতারা বহুকাল আগে থেকে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যে কোনভাবে পরিবারটাকে শেষ করে দেওয়ার। তাই জমি কাণ্ডে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হচ্ছে অথচ কর্তৃপক্ষ জানিয়ে তেমন কোন সূরা মিল ছিল না সম্পাদক পরিবারের।

এরপর ৩ পাতায়

বিপুল টাকার লেনদেন! বাকিবুর-কাণ্ডে উঠে এল

রাজ্যের এক নতুন মন্ত্রীর নাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রেশন দুর্নীতি নিয়ে তোলপাড় রাজ্য। সম্প্রতি এই দুর্নীতিকাণ্ডে ইডির হাতে গ্রেফতার হয়েছে মন্ত্রী 'ঘনিষ্ঠ' বাকিবুর রহমান নামের এক ব্যবসায়ী। আর বিজনেসম্যান বাকিবুরের গ্রেফতারির পর থেকেই দেশ-বিদেশ একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য উঠে আসছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের হাতে।ইডি সূত্রে দাবি ওই মন্ত্রীর সাথেও বাকিবুরের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। মন্ত্রীর দফতরেও ধৃত বাকিবুরের অবাধ যাতায়াত ছিল। তদন্তকারীদের অভিযোগ, বালুর সাথে জোট বেঁধে চলত রেশন দুর্নীতি। আর সেই দুর্নীতির কোটি কোটি কালো টাকা অপর মন্ত্রীর সহায়তায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতেন বাকিবুর। যা দেখে ভিরমি খাচ্ছে খোদ ইডি।

তদন্ত ও টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর বাকিবুরের সূত্র ধরেই রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ওরফে বালুকে গ্রেফতার করেছে ইডি। তবে এখানেই কী শেষ? কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, শুধু জ্যোতিপ্রিয়ই নন বাকিবুরের সাথে রাজ্যের আরও এক মন্ত্রীর 'ঘনিষ্ঠতার' প্রাথমিক তথ্য তাদের হাতে এসেছে।

ইডির অভিযোগ, দুর্নীতির টাকায় একের পর এক সম্পত্তি কিনেছিলেন বাকিবুর। জমি, হোটেল, পানশালায় ছিল বিনিয়োগ। বেআইনিভাবে এ সমস্ত জমি কিনতে ওই মন্ত্রীর সঙ্গে টাকার লেনদেন হয়েছে বাকিবুরের। প্রাথমিক তদন্তে এমনটাই দাবি ইডির।

সূত্রের খবর, জ্যোতিপ্রিয়র এক আপ্ত সহায়কের মোবাইলের থেকে এই বিষয়ে একাধিক তথ্য মিলেছে। বাকিবুর ওই মন্ত্রী ও প্রভাবশালীদের সঙ্গে ওই আপ্ত সহায়কের ফোন থেকেই জ্যোতিপ্রিয় বেশিরভাগ সময় কথা বলতেন বলে ইডি সূত্রে দাবি। এ বার এই মন্ত্রী কে? বাকিবুরের সঙ্গে তার কী সম্পর্ক, সময় এলেই এসব জানা যাবে।

ডায়মন্ড হারবার নিয়ে

পার্থর মুখে মোদীর নাম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের দু'বারের নির্বাচিত সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। চব্বিশের লোকসভা ভোটে বিজেপির পাখির চোখ এই কেন্দ্র। অন্যদিকে আইএসএফের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী হুঙ্কার ছেড়েছেন, "ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে ভোটে লড়ব। জিতে অভিষেক বন্দেয়াপাধ্যায়কে প্রাক্তন সাংসদ করব।" ডায়মন্ড হারবার নিয়ে বিরোধীরা যখন হাওয়া গরম করছে, তখন আরও বড় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে নতুন কৌশল তৃণমূলের।তৃণমূল অবশ্য এসব গুরুত্বই দিচ্ছে না। উন্নয়নের নিরিখে ভোট হবে, বলছেন শশী পাঁজা, পার্থ ভৌমিকরা। আর এখানেই এক ধাপ এগিয়ে পার্থ ভৌমিক এদিন বললেন, "ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ডায়মন্ড হারবারে দাঁড় করান। তাহলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিতবেন।" রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, শুভেন্দু, নওশাদদের বক্তব্য নিয়ে বেশি হইচই করা মানে আখেরে বিরোধীদেরই রাজনৈতিক লাভ। প্রচারে থাকবে তারা। তাই বিরোধীদের পাতা ফাঁদে পা না দিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নাম নিয়ে একেবারে আলোচনার হাওয়াই ঘুরিয়ে দিলেন নৈহাটির তৃণমূল বিধায়ক। সোমবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে রাজ্যের সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে বলতে শোনা গেল, নরেন্দ্র মোদীকে ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রে প্রার্থী করা হলেও জিতবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ই। অর্থাৎ

এরপর ৩ পাতায়

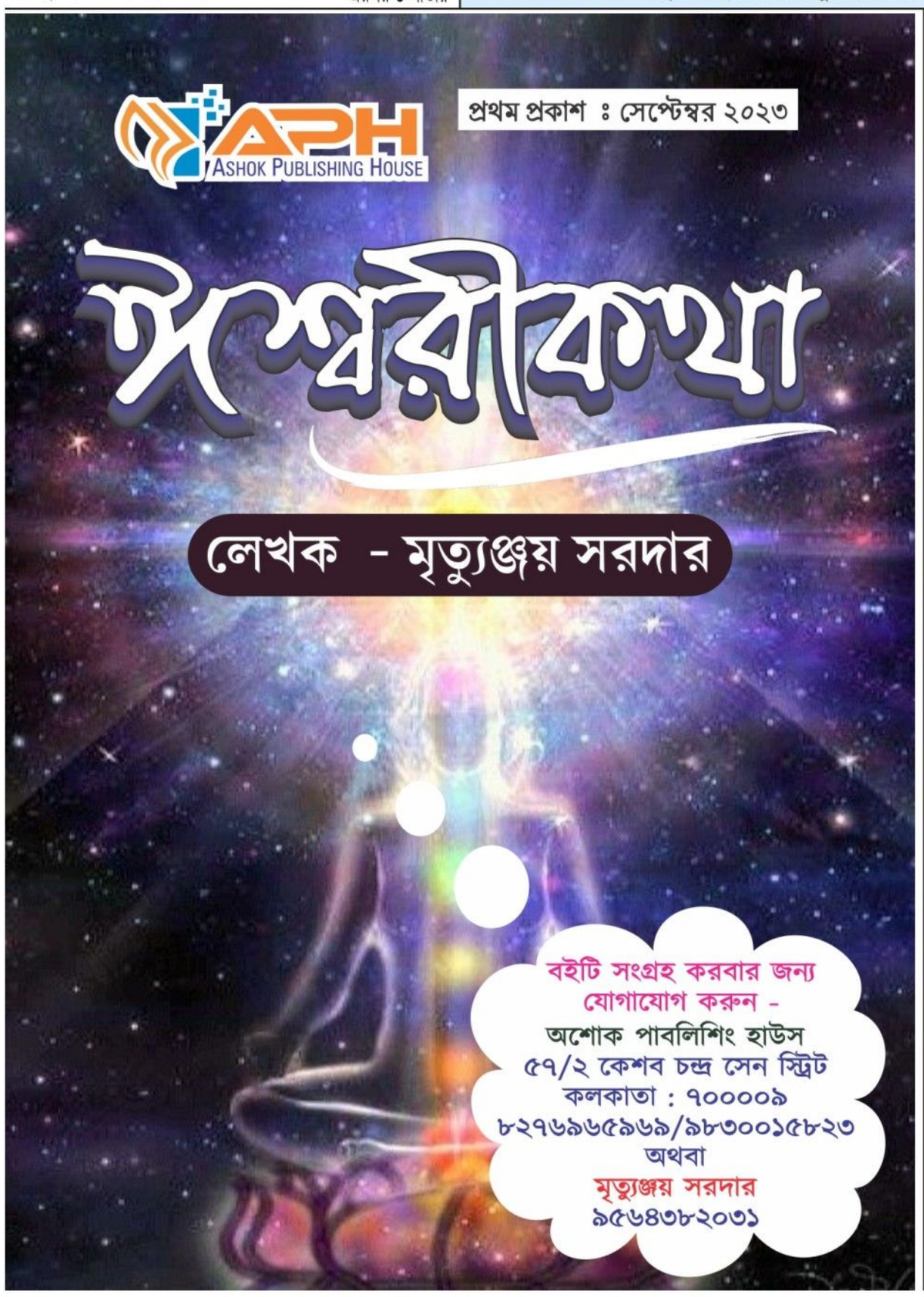

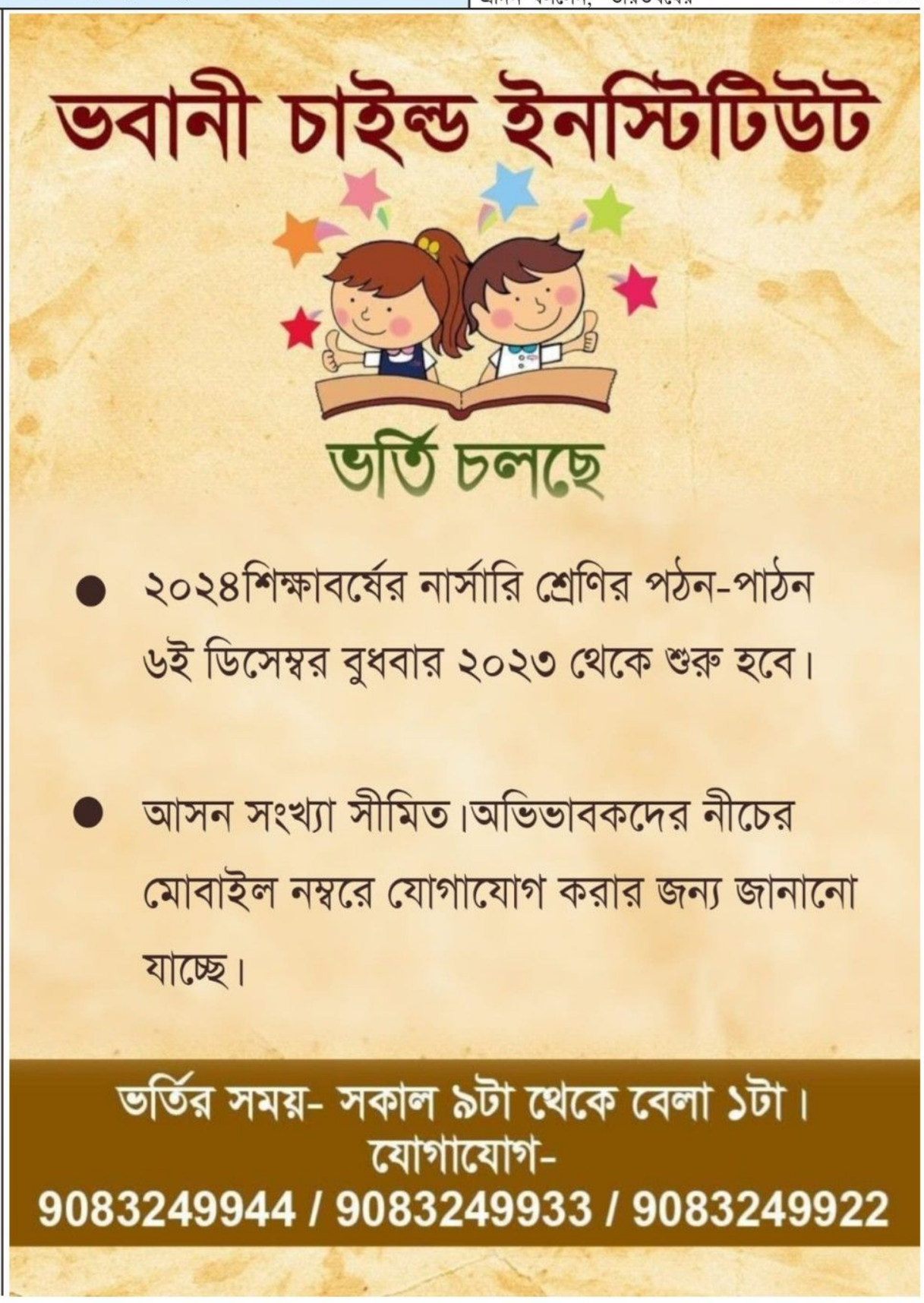

জেলাতেই বাতিল ৮ লক্ষ রেশন কার্ড

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই তোলপাড় পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক মহল। রেশন দুর্নীতির মামলায় তার নাম জড়িয়েছে। উল্লেখ্য, গত দুই বছরে প্রচুর অবৈধ রেশন কার্ড বাতিল করেছে প্রশাসন।যদিও তৃণমূল এই অভিযোগ মানতে নারাজ। শাসকদলের দাবি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বচ্ছ বলেই এই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এবং ইতিমধ্যেই এতগুলো রেশন কার্ড বাতিলও করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, রাজ্য তথা গোটা দেশেই আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষদের জন্য এই রেশন ব্যবস্থা চালু রয়েছে। এখানে নূন্যতম মূল্যের বিনিময়ে খাদ্যবস্তু দেওয়া হয় জনসাধারণকে।যারমধ্যে কেবল মুর্শিদাবাদেই প্রায় ৮ লক্ষ ২৬ হাজার রেশন কার্ড বাতিল করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই গোট রাজ্য জুড়ে শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য। বিরোধীরাও তীব্র কটাক্ষ করছে তৃণমূলকে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে রেশন বণ্টনের দুর্নীতি রুখতে চালু করা হয়েছিল ডিজিটার রেশন কার্ড। তবে তাতে দুর্নীতি বন্ধ হওয়ার জায়গায় দিনদিন বেড়েই চলে। তথ্য সামনে আসতেই খাদ্য দফতরও ততপরতার সাথে ভুয়ো রেশন কার্ড ব্লক করার কাজ শুরু করে দেয়। এরপর গত ২০২১ সালে খাদ্য দফতর থেকে সরানো হয় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে।

তদন্তকারী কর্মকর্তারা জানান, একই ব্যক্তির একাধিক রেশন কার্ড থেকে শুরু করে মৃত ব্যক্তির নামে রেশন কার্ড, আধার কার্ডের সাথে রেশন কার্ডের লিঙ্ক না থাকার মত অবৈধ কার্যকলাপ চলে আসছিল এতদিন। আর এবার বিষয়টা নিয়ে ছেড়ে কথা বলছেনা বিরোধীরাও। সম্প্রতি বিজেপি অভিযোগ তুলেছে, রেশন দুর্নীতিতে জেলার অনেকেরই নাম রয়েছে। অন্যদিকে কংগ্রেসের বক্তব্য, রেশন দুর্নীতির জাল মুর্শিদাবাদেও বিস্তৃত। এর সঙ্গে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

সূত্রের খবর, বর্তমানে রাজ্যে প্রায় ১০ কোটি ৭০ লক্ষ রেশন কার্ড রয়েছে। যার পেছনে প্রতিবছরই গ্যালন গ্যালন টাকা বিনিয়োগ করতে হয়। এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির নামে রেশন কার্ড বা একই ব্যক্তির নামে একাধিক রেশন কার্ড যে সরকারের কত বড় ক্ষতি করছে সেকথা বলাই বাহুল্য। তথ্য সামনে আসা মাত্রই তদন্ত শুরু করে প্রশাসন। এবং তারপর দেখা যায়, গোটা রাজ্যে ৮ কোটি ৭৮ লক্ষ সঠিক রেশন কার্ড রয়েছে। বাকি ২ কোটি কার্ড জাল। আপাতত প্রশাসনের তরফ থেকে এই ২ কোটি রেশন কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে। তবে উপযুক্ত প্রমাণ দেখাতে পারলে নিষ্ক্রিয় কার্ড পুনরায় সক্রিয় করা হবে বলে খবর।

আমি নির্দোষ, ইডি অন্যায় ও

অনৈতিক কাজ করেছে; দাবি জ্যোতিপ্রিয়র

সল্টলেক, ৬ নভেম্বর: নিউজ সারাদিন : নিজেকে নির্দোষ বলে সোমবার দাবি করলেন রেশন কেলেঙ্কারিতে ধৃত প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী ও বর্তমানে বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক । ইডি অন্যায় ও অনৈতিকভাবে তাঁকে গ্রেফতার করেছে বলেও দাবি তাঁর । রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেফতার হওয়া জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে এ দিন ব্যাংকশাল আদালতে তোলা হবে । তার আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য তাঁকে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে বের করে নিয়ে যান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী আধিকারিকরা । সে সময় তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনবার বলেন, "আমি নির্দোষ, নির্দোষ, নির্দোষ ।" উল্লেখ্য, এর আগে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক দাবি করেছিলেন, তাঁকে গ্রেফতারির পিছনে বিজেপির ষড়যন্ত্র রয়েছে । পাশাপাশি তিনি জানান, মমতা ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সব জানেন । এমনকী তাঁর কথায়, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই আছেন । এরপরেই মনে করা হয়েছিল, আজ হয়তো আদালতে যাওয়ার পথে জ্যোতিপ্রিয় বিস্ফোরক কিছু দাবি করবেন । কারণ আগের দিন তিনি বিজেপির উপর গ্রেফতারির দোষ চাপিয়েছেন । তবে এ দিন তিনি ইডিকে

এরপর ৩ পাতায়

দেশ জুড়ে ১২টি স্থানে আইসিএআই

সমাবর্তন ২০২৩ এর আয়োজন হল

Kolkata, 4th November, 2023: নিউজ সারাদিন : দ্য ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফ ইন্ডিয়া (আইসিএআই) ৪ নভেম্বর, ২০২৩-এ সারা দেশের ১২টি প্রমুখ শহরে একসাথে সমাবর্তন ২০২৩ এর সফলভাবে আয়োজন করলো। সমাবর্তন কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে কলকাতা, মুম্বাই, ব্যাঙ্গালোর, গাজিয়াবাদ, ইন্দোর, জয়পুর, চেন্নাই, হায়দ্রাবাদ, লুধিয়ানা, দিল্লি, পুনে এবং আহমেদাবাদ। কলকাতায় সমাবর্তন ২০২৩, ধনধান্য অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হয়।

সিএ অনিকেত সুনীল তালাটি, প্রেসিডেন্ট আইসিএআই, সিএ রঞ্জিত কুমার আগরওয়াল, ভাইস প্রেসিডেন্ট আইসিএআই, সিএ প্রমোদ জৈন, আইসিএআই, এমএন্ডএসএস ডিরেক্টরেটের-এর কনভেনর, সিএ কোথা এস শ্রীনিবাস, আইসিএআই, এমএন্ডএসএস ডিরেক্টরেটের-এর ডেপুটি কনভেনার এবং ইনস্টিটিউটের অন্যান্য সদস্যরা দিল্লি সমাবর্তন কেন্দ্রে শারীরিকভাবে উপস্থিত থেকে ডিজিটাল মোডের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত সকল নতুন সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। যেখানে সিএ সুশীল কুমার গোয়েল, কাউন্সিল মেম্বার আইসিএআই, এবং কলকাতার সমাবর্তন কোর্ডিনেটর, সিএ (ড.) দেবাশিস মিত্র, অবিলম্বে পাস্ট প্রেসিডেন্ট আইসিএআই, ও কাউন্সিল মেম্বার, সিএ দেবায়ন পাত্র, চেয়ারম্যান ইস্টার্ন ইন্ডিয়া রিজিওনাল কাউন্সিল (ইআইআরস) এবং ইনস্টিটিউটের অন্যান্য সদস্যরা কলকাতায় সমাবর্তনে উপস্থিত ছিলেন এবং অংশগ্রহণকারীদের জীবন ও পেশার চ্যালেঞ্জগুলি নির্ভয়ে নেভিগেট করতে উতসাহিত করেন।

প্রিমিয়াম ট্রান্সমিশন পাওয়ার ট্রান্সমিশনে-

শ্রীজন ৩.০ নতুন পণ্য প্রবর্তন করলো

Kolkata, 3rd November 2023: নিউজ সারাদিন : প্রিমিয়াম, পাওয়ার ট্রান্সমিশন শিল্পের একটি শীর্ষস্থানীয় নাম, দুটি যুগান্তকারী পণ্য চালু করতে প্রস্তুত: পিটিএক্সএল ফ্লুইড কাপলিং এবং এক্সই গিয়ার্ড মোটর এক্সসেলরেটর ব্র্যান্ডের অধীনে।

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত, প্রিমিয়াম ক্রমাগতভাবে শিল্পের পরিবর্তনশীল চাহিদা মেটাতে গড়া হয়েছে। এই লঞ্চটি উদ্ভাবন, গুণমান এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি আমাদের অটুট অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে।

মিঃ নীরজ বিসারিয়া, এমডি এবং চেয়ারম্যান, প্রিমিয়াম ট্রান্সমিশন, মন্তব্য করেছেন, "আমরা বিশ্বাস করি যে এই পণ্যগুলি শিল্পের মানকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করবে, আমাদের গ্রাহকদের কাছে তাদের প্রত্যাশার বাইরে সমাধান প্রদান করবে।"

"উদ্ভাবন হল আমাদের যাত্রার কেন্দ্রবিন্দু। শ্রীজন ৩.০-এর মাধ্যমে, আমরা শুধু শিল্পের চাহিদাই মেটানোর চেষ্টা করছি না, বরং তাদের দিকগুলোও আগের চেয়ে অনেক বেশি পূরণ করার চেষ্টা করছি। এর মানে হল যে আমরা সমাধান খুঁজছি এমন পণ্য তৈরি করছি যা নতুন করে সংজ্ঞায়িত করে। আমাদের লক্ষ্য, পাওয়ার ট্রান্সমিশন শিল্পে নতুন মান স্থাপন করা," - মি. নীরজ বিসারিয়া, প্রিমিয়াম ট্রান্সমিশনের এমডি এবং চেয়ারম্যান।

প্রিমিয়াম ট্রান্সমিশন সম্পর্কে

প্রিমিয়াম ট্রান্সমিশন, ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে, বৈশ্বিক পাওয়ার ট্রান্সমিশন বাজারে একটি বিশেষ স্থান তৈরি করেছে। শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি আমাদের বিস্তৃত পণ্য পরিসরে স্পষ্ট, যার মধ্যে রয়েছে ওয়ার্ম গিয়ারবক্স, হেলিকাল গিয়ারবক্স, প্ল্যানেটারি গিয়ারবক্স, গিয়ারড মোটর এবং ফ্লুইড কাপলিং। সমস্ত মহাদেশ জুড়ে বিশ্বব্যাপী উপস্থিতি সহ, আমরা স্বয়ংচালিত থেকে শক্তি পর্যন্ত বিভিন্ন ধরণের শিল্প পরিবেশন করি।

আমাদের সাবসিডিয়ারি, প্রিমিয়াম মোশনের অধীনে, আমরা আমাদের নাগাল প্রসারিত করছি। গবেষণা এবং উন্নয়নের উপর কৌশলগত ফোকাস সহ, প্রিমিয়াম মোশন উন্নত সমাধান যেমন স্লিউ ড্রাইভ এবং সোলার প্যানেল ক্লিনিং রোবটগুলিতে বিশেষজ্ঞ। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হল উদ্ভাবনী সমাধান তৈরির পথে নেতৃত্ব দেওয়া যা শিল্পের মানকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করে।

প্রিমিয়াম কেয়ার: আপনার বিশ্বস্ত আফটারমার্কেট সপোর্ট

প্রিমিয়ামে, আমরা সামগ্রিক সমাধান প্রদানে বিশ্বাস করি। এখানেই প্রিমিয়াম কেয়ার কাজ করে। প্রিমিয়াম কেয়ার নিশ্চিত করে যে আমাদের ক্লায়েন্টরা ব্যাপক বিক্রয়োত্তর সমর্থন, সহায়তা এবং পরিষেবা পান। গ্রাহক সন্তুষ্টির প্রতি আমাদের প্রতিশ্রুতি এবং তাদের চাহিদার গভীর উপলব্ধি আমাদের আলাদা করে।

আমাদের গ্রাহক! আমাদের দায়িত্ব!

আমাদের গ্রাহকরা আমাদের উদ্ভাবনের কেন্দ্রবিন্দুতে। আমরা লঞ্চ করি প্রতিটি পণ্য এবং আমরা সরবরাহ করি প্রতিটি পরিষেবা আমাদের গ্রাহকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা দ্বারা চালিত হয়। শ্রীজন ৩.০ তাদের জীবনকে সমৃদ্ধ করার জন্য আমাদের উতসর্গের একটি প্রমাণ।

'উদ্ভাবনের ভবিষ্যৎ'-এর দিকে এই যাত্রায় আমাদের সাথে যোগ দিন এবং গুণমান, উদ্ভাবন এবং আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের প্রতি আমাদের অটুট উতসর্গের অভিজ্ঞতা নিন।

টাটা হিটাচি কলকাতায় আইএমই ২০২৩-এ

উদ্ভাবনী প্রদর্শন করলো

কলকাতা ৬ নভেম্বর' ২০২৩: নিউজ সারাদিন : টাটা হিটাচি নির্মাণ এবং খনির সরঞ্জাম শিল্পের একটি শীর্ষস্থানীয় নাম, বর্তমানে কলকাতা রাজারহাট ইকো পার্কে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক খনি, সরঞ্জাম এবং খনিজ প্রদর্শনী (আইএমই) ২০২৩-এ অংশগ্রহণ করছে।

টাটা হিটাচি তার সর্বশেষ সরঞ্জাম, সংযুক্তি এবং উদ্ভাবনী সমাধান এর প্রদর্শন করবে, জেডএক্সিস৬৭০এইচ, জেড ডব্লিউ ২২৫, রক ব্রেকার এবং ভাইব্রো রিপার সহ এই অসাধারণ অফারগুলি ছাড়াও, টাটা হিটাচি আইএমই ২০২৩-এ পুরো পুরি নতুন জেড এক্সিস ৪৯০ এইচ আল্ট্রা লঞ্চ করতে প্রস্তুত। এই যুগান্তকারী এক্সকাভেটর তার উন্নত প্রযুক্তি, উচ্চতর কর্মক্ষমতা, এবং পরিবেশগত প্রভাব হ্রাসের সাথে শিল্পের মানকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। জেড এক্সিস ৬৭০ এইচ এবং জেড এক্সিস ৪৯০ এইচ আল্ট্রা উভয়ই খনির সরঞ্জামের ল্যান্ডস্কেপে গেম-চেঞ্জার হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়।

আইএমই ২০২৩-এ এই অংশগ্রহণ অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, উদ্ভাবনী সমাধান এবং টেকসই অনুশীলন প্রবর্তনের মাধ্যমে খনি শিল্পে বিপ্লব ঘটানোর জন্য টাটা হিটাচির প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়।

মি. সন্দীপ সিং, ম্যানেজিং ডিরেক্টর, টাটা হিটাচি এই অনুষ্ঠানের জন্য তার উৎসাহ প্রকাশ করতে গিয়ে বলেন, "আমরা আইএমই ২০২৩-এ অংশগ্রহণ করতে পেরে রোমাঞ্চিত, এটি এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যা শিল্প লিডার এবং উদ্ভাবকদের একত্রিত করে। এছাড়াও জেডএক্সিস ৪৯০এইচ আল্ট্রা লঞ্চ করার সাথে সাথে আমরা 'খনির উৎকর্ষের একটি নতুন যুগে পা রাখছি। টাটা হিটাচি খনির ভবিষ্যত গঠনের জন্য নিবেদিত, এবং আমরা আমাদের অত্যাধুনিক সরঞ্জাম এবং সমাধানগুলি প্রদর্শনের জন্য উন্মুখ যা শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করে। টাটা হিটাচির অংশীদারিত্ব খনি শিল্পে শ্রেষ্ঠত্ব আনার প্রতি আমাদের অঙ্গীকার প্রতিফলিত করে, আমরা শিল্প সমকক্ষ এর সাথে সংযোগ স্থাপন এবং আমাদের সর্বশেষ উদ্ভাবন প্রদর্শনের জন্য উন্মুখ।"

আরও বিস্তারিত জানার জন্য, আমাদের ওয়েবসাইট www.tatahitachi.co.in দেখুন

কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে

ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে তৃণমূলের প্রতিবাদ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম: নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোট যতই এগিয়ে আসছে ততই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়াচ্ছে শাসকদল তৃণমূল। ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে শুরু হয়েছে ব্লক স্তরে তৃণমূলের প্রতিবাদ কর্মসূচি। একাধিক জায়গায় মিছিল, প্রতিবাদ সভার মধ্য দিয়ে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে সরব তৃণমূলের ব্লক থেকে অঞ্চল স্তরের নেতারা। সেভাবেই রাজ্যের বকেয়া একশো দিনের টাকা এবং আবাস যোজনার টাকার দাবিতে সোমবার বিকেলে ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকের আন্ধারী অঞ্চল তৃণমূলের উদ্যোগে বহড়াদাঁড়িতে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, জেলা কমিটির সদস্য ভাগবৎ মান্না, অঞ্চল সভাপতি প্রণব ধাউড়িয়া, রামচন্দ্র গিরি সহ

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

ডায়মন্ড হারবার নিয়ে পার্থর মুখে মোদীর নাম

দেশের সবথেকে হেভিওয়েট প্রার্থী দিয়েও অভিষেককে ডায়মন্ড হারবার থেকে সরানো যাবে না বলেই চ্যালেঞ্জ তাঁর দলের।

লোকসভা নির্বাচন এগিয়ে আসতেই চর্চায় উঠে এসেছে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র। তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসদীয় ক্ষেত্র নিয়ে মন্তব্য পাল্টা মন্তব্যে সরব অধীর চৌধুরী, শুভেন্দু অধিকারী, নওশাদ সিদ্দিকীরা। এবার যাবতীয় তর্ক বিতর্কের মাঝেই বোমা ফাটালেন রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে সোমবার অভিষেক-ঘনিষ্ঠ এই মন্ত্রী বলেন, "বিরোধী দলনেতাকে বলব, প্রধানমন্ত্রীকে ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়াতে বলুন। তাও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জিতবেন।" পার্থর মুখে এমন কথায় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। এমন কথা কেন বললেন পার্থ ভৌমিক? রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, নওশাদ-অধীর-শুভেন্দুদের তোলা হাওয়ার মুখ ঘোরাতেই পার্থর এ হেন কৌশলী মন্তব্য। ব্যাপারটা এমন, মোদীই যেখানে কিছু না, সেখানে নওশাদ-শুভেন্দুরা তো চুনোপুঁটি। আলোচনাতেই আসেনা।

যদিও ইতিমধ্যেই শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্র এবার বিজেপিই জিতবে। প্রয়োজনে অন্য কাউকে ভোটে দাঁড় করিয়ে অভিষেককে হারাবেন। সুর চড়িয়ে শুভেন্দুকে বলতে শোনা গিয়েছে, "ভাইপোকে হারাব, হারাব, হারাব।" ওদিকে নওশাদ ডায়মন্ড হারবারে যে ভোটে লড়তে চান তা অভিষেকের নবজোয়ার যাত্রার সময় থেকেই বলে চলেছেন। এক সাক্ষাতকারেই নওশাদ সিদ্দিকী বলেছিলেন, ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান তিনি। এখানে অত্যন্ত তাতপর্যপূর্ণ ডায়মন্ড হারবারের ভোটের অঙ্কটা। শেষ জনগণনা অনুযায়ী, ডায়মন্ড হারবারে সংখ্যালঘু মানুষের সংখ্যা ৫৩ শতাংশের বেশি। অর্থাত ডায়মন্ড হারবার, ফলতা, বিষ্ণুপুর, সাতগাছিয়া, বজবজ, মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ বিধানসভার সমন্বয়ে গঠিত এই লোকসভা কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোট একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়।

প্রশ্ন উঠছে, নওশাদ কি কোনওভাবে সংখ্যালঘু ভোট কেটে অভিষেককে বেগ দেওয়ার চেষ্টা করতে চাইছেন? আর সেক্ষেত্রে অন্য কোনও বিরোধী দলের ভোটবাক্সকেও কি অক্সিজেন দেওয়ার ভার নিচ্ছেন তিনি? নওশাদের অবশ্য বক্তব্য, বিধানসভা ভোট, পঞ্চায়েত ভোটেও তিনি এসব কথা শুনেছেন। লোকসভা ভোটের আগেও এগুলি শুনতে হবে তাও জানেন।

২ পাতার পর

কেন্দ্রীয় সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণের বিরুদ্ধে ঝাড়গ্রাম জেলা জুড়ে তৃণমূলের প্রতিবাদ

প্রমুখ। এছাড়াও এদিন সাঁকরাইল ব্লকের খুদমরাই অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে সোমবার সন্ধ্যায় প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয় ছোড়দা গ্রামে। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডাক্তার খগেন্দ্রনাথ মাহাতো, ব্লকের সহ-সভাপতি অনুপ মাহাতো, অঞ্চল সভাপতি অর্ঘ্য রতন পাহাড়ি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। বিধায়ক ডাঃ খগেন্দ্রনাথ মাহাতো বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা ও বিজেপির মিথ্যা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে এদিনের এই প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়।

সাঁকরাইল ব্লক ছাড়াও এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক জনস্বার্থ বিরোধী নীতি, রাজ্য সরকারকে বঞ্চনা ও একশো দিনের কাজের বকেয়া টাকা আটকে রাখার অভিযোগ তুলে সোমবার নয়াগ্রাম ব্লকের মলম অঞ্চলে ও বালিগেড়িয়া অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্বদের নিয়ে আয়োজিত হল প্রতিবাদ সভা। উপস্থিত ছিলেন ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি রমেশ রাউত, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপা বেরা, পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি একাদশী মান্ডি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে সোমবার বিকেলে গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লকের খাঁড়বান্ধি অঞ্চলের খাঁড়বান্ধি বাস স্ট্যান্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক ও অঞ্চল নেতৃত্বদের নিয়ে আয়োজিত হল প্রতিবাদ সভা। উপস্থিত ছিলেন গোপীবল্লভপুর ২ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি টিঙ্কু পাল, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শর্বরী অধিকারী সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

২ পাতার পর

আমি নির্দোষ, ইডি অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করেছে; দাবি জ্যোতিপ্রিয়র

নিশানা করলেন এবং ফের একবার নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি তাঁর ।এরপর ইডিকে নিশানা করে তাঁর অভিযোগ, "এরা যা করেছে, অন্যায় ও অনৈতিক কাজ করেছে ।" আজ তাঁর শরীর ভালো নেই বলেও জানান বনমন্ত্রী । তিনি বলেন, "আমি ভালো নেই, আদালতে যাচ্ছি ।" তবে তাঁর আশা, আদালতে তিনি সঠিক বিচার পাবেন । এ বিষয়ে তিনি বলেন, "আদালত আমাকে কোনওভাবে মুক্তি দেবে ।"

প্রসঙ্গত, ২১ ঘণ্টা ম্যারাথন তল্লাশির পর রেশন বণ্টন দুর্নীতি মামলায় ২৬ অক্টোবর গভীর রাতে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে গ্রেফতার করে ইডি । গ্রেফতার হওয়ার পর আদালতের নির্দেশে ইডি হেফাজতে ছিলেন তিনি । আজ তাঁকে আবার আদালতে পেশ করা হবে । ইডি সূত্রে খবর, আদালতে পেশ করে আবার নিজেদের হেফাজতে তাঁকে নিতে চাইবেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ।

১-ম পাতার পর

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে নিরাপত্তা দেয়া হয়নি , তবে জমি কাগজপত্র করে দেওয়ার জন্য তদন্ত শুরু করেছে লোকাল প্রশাসন

তবে নিরাপত্তা না দিয়েও লোকাল প্রশাসন জমির কাগজ করে দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছে তদন্ত চলছে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমিগুলোর উপরে। সরদার পরিবার জমি গুলো অন্যের নামের কাগজ করে দেয় নেতারা। এতেই প্রমাণ হয়ে যায় সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার জমিগুলো কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা পুরোপুরি অব্যাহত ছিল। সেটাই হয়তো আর হতে দেবে না লোকাল প্রশাসন, তদন্ত শুরু হয়েছে। তাই বলি দুর্নীতি হবে ,জোরপূর্বক জমি কেড়ে নেয়া হবে, জমি মাফিয়াদের উৎপাত বাড়বে রাজনৈতিক নেতাদের হাত ধরে তবুও প্রতিবাদ করা যাবে না। এমনই পরিস্থিতি সম্মুখীন হতে হচ্ছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবার সহ মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে। প্রশাসন কে জানিও কোন ভাবে সুরাও বা নিরাপত্তা মেলে না এই পরিবারে, কেন্দ্রীয় সরকার তো নিরাপত্তা বিষয়ে একবারই ও খোঁজখবর নেন না, অন্যদিকে রাজ্য সরকারের তেমনি কোন ভূমিকা দেখা মিলছে না। প্রশ্ন হল সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা প্রতিবাদ করাতে খুন হতে পারে তিনটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। এ প্রশ্নের জবাব নেই কারোর কাছে, তবে মৃত্যুঞ্জয়বাবু খুন হওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে, তা বিভিন্ন সূত্র মারফতে জানা যায়।

সম্পাদক পরিবারের যে জমিগুলো কেড়ে নিতে চাইছে সেগুলো সরকারি প্রকল্প নিজে গৃহ ,নিজে ভূমি দেখিয়েছে জনগণের নামে সরকারিভাবে। আর সেই সব টাকাগুলো দুর্নীতি হয়েছে তেমনি জানা যাচ্ছে বিভিন্ন মারফতে। প্রায় সরকারি তিন কোটি টাকা দুর্নীতি কবলে পড়েছে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা, সরদার পরিবারের জমি দেখিয়ে সরকারি প্রকল্পের মাধ্যমে। এই দুর্নীতি সামনে আসতে হতবঙ্গ পুলিশ প্রশাস। সেই কারণেই অনেকে বলছে যত দিন যাচ্ছে ততই যেন এক একটা করে দুর্নীতির মোর নিচ্ছে, এতদিন শোনা যেত গ্রামবাংলায় জোরপূর্বক বিরোধীদলের কর্মীদের জমি কেড়ে নেয়া হতো। এখন ঠিক তার উল্টো পুরাণ চলছে এর থেকে বাদ পড়েনি সংবাদ মাধ্যমে জড়িয়ে থাকা তিন তিনটি দৈনিক সংবাদপত্রের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারও। লোকাল প্রশাসন যতই ধামাচাকা দেওয়ার চেষ্টা করুক না কেন, পুলিশের কাছে স্পষ্ট হয়েছে মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমি জায়গাগুলো জোরপূর্বক কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা অব্যাহত। জমি জায়গার জন্য একদিন হয়তো মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যে কোন কৌশলে মেরে দিতে পারে রাজনৈতিক নেতাদের সহযোগিতায় এক শ্রেণীর দুষ্কৃতীরা। ছোট্ট একটি উদাহরণ তুলে কথা বলি, সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার পরিবারের জমিগুলো তার পূর্বপুরুষের,যেমন ক্যানিং মহকুমা দু'নম্বর ব্লকের আঠারবাকি অঞ্চলের হেদিয়াবাদ মৌজা জিএল নাম্বার ৬৭,দাগ নম্বর ১০৭৩,১২৬৬,১২৬৫/১২৬৯ জমিগুলো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের। এই দাগের জমিগুলো কেড়ে নেবে বলে প্রায় ১০০ জন লোকের নিজের গৃহ নিজ ভূমি পাট্টা দিয়ে দেয় সাধারণ মানুষের নামে , সেখানে নেতা পরিবারে সবচেয়ে বেশি নাম সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় বাবুর জমি জায়গার মধ্যে। নিজ গৃহ নিজে ভূমি প্রকল্পের অনেকেই ঘরও পায়নি জমিও পায়নি অথচ থাকে না এটা হতেই পারে না। তাহলে কি মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারের জমির উপরে যবর দখল ঘর বাঁধিয়ে দেবে বলে সময় নিলেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিকরা। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে মনে পড়ে যাচ্ছে, বিগত দিনের কয়েকটি মুহূর্ত সম্পাদক পরিবারের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। তাই বলতে চাই স্বতন্ত্র মাধ্যমকে বলা হয় সংবাদপত্র বা ডিজিটাল মিডিয়া, ইলেকট্রিক মিডিয়া সহ অন্যান্য মাধ্যমকে। আর এই স্বতন্ত্র সম্পাদনা যারা করে তারা সর্বদাই রাজনীতি থেকে মুক্ত থাকতে হয় এটাই হচ্ছে সত্য বা স্বতন্ত্রের পরিকাঠামো, সেটা আইনগতভাবে বৈধ ভাবমূর্তি ও রয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের সম্পাদনার যা চরিত্র তা পুরোপুরি নিরপেক্ষ থাকাই দরকার, আর সেটা কুড়ি বছর ধরে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যথাযথভাবে পালন করছে। একশ্রেণীর মূর্খ রাজনৈতিক নেতারা এই সম্পাদক পরিবারের রাজনীতি করাতে বাধ্য করছে বহু ক্ষেত্র। ২০০৭ সাল থেকে আজকের ২০২৩ সাল পর্যন্ত বারবার মৃত্যুর সম্মুখীন হয়েছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার। বহুভাবে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে মেরে ফেলার চেষ্টা যেন অব্যাহত রয়েছে, সম্প্রীতি বিকালে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতাকে রাস্তায় আটকে হুমকিস্বরে জমি জায়গা দলিল দেখানোর কথা বলে এক নেতা, যার স্ত্রীর নামে নিজ গৃহ নিজে ভূমির রেকর্ড আছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের জমির উপরে। কয়েকজন ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে, এইভাবে জোট জুলুম করে জমি জায়গার কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা এইসব নেতাদের। সেই কারনে কী সম্পাদক পরিবারের জমি জায়গা জোরপূর্বক দখল নেওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ এই জমিগুলো সম্পাদক পরিবারের দখলে আছে। জমিগুলো রেকর্ড অন্য লোকের নামে করেছে নেতারা,তাহলে কি প্রশাসনের একাংশ যুক্ত এই কাজে, সেটা পরিষ্কার হয়ে গেছে আরো নোটিশ দেওয়ার ফলে ?আর এসবের প্রতিবাদ করছে বলে প্রতিবছর বিষ দিয়ে পুকুরের সমস্ত মাছ মেরে দেয়া হয়, তাদের জীবন জীবিকাই আঘাত হানছে বারবার। একদিকে গ্রাম থেকে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা অন্যদিকে অনাহারে মারার পরিকল্পনা অব্যাহত। কেন না মাছ ও পোল্ট্রি চাষ করে, সরদার পরিবারের জীবন জীবিকা চলে। এখানে আঘাত হানার পরিকল্পনায় অব্যাহত রয়েছে দিনের পর দিন ২০০৬ সাল থেকে আজও পর্যন্ত ,বহু ঘটনা প্রশাসনের জানিয়েছে প্রশাসনের কোন হেলদোল নেই। সত্যিকারে কি এই পরিবারটাকে বিলুপ্ত করে দিতে চাইছে, আসল রহস্য বা কি রয়েছে । কিসের কারণে এই পরিবার বারবার নিরাপত্তায় হীনতায় ভুগছে কুড়িটা বছর ধরে। তাহলে কি জোর করে রাজনীতি করিয়েই ছাড়বে এটাই কি আসল উদ্দেশ্য রাজনৈতিক নেতাদের, এই এলাকায় তো চলে এক নায়কতন্ত্র রাজত্ব। বিরোধী বা নিরপেক্ষ বলে কোন মাধ্যমকে রাখতে দেবে না এটাই কি প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মূল চিন্তাভাবনা, তা না হলে কেনই বা ১৪ জুলাই রাতে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারে পুকুরে বিষ দিয়ে লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা মাছের ক্ষতি করে দিল। ব্লুথ স্তরের কিছু নেতারা বাড়িতে এসে নিউজ সারাদিন সম্পাদকের পরিবারকে বারবার বলছে পার্টি যদি যাও তাহলে এসব ঘটনা আর ঘটবে না কোনদিন। তাহলে ভারতবর্ষে চতুর্থ নম্বর স্তম্ভের মর্যাদা কি রাজনৈতিক নেতাদের হাতে তার প্রত্যক্ষ পরোক্ষ উদাহরণ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারকে দেখে স্পষ্ট হয়ে যায় জনসাধারণের কাছে। তা না হলে বারবার নিরাপত্তার আর্জি জানিও প্রশাসন এই পরিবারের নিরাপত্তা দেয় না। কেনই বা এই পরিবারের নামে মিথ্যা মামলা করে হয়রান করানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পিতা ও মাতা কে মিথ্যা মামলায় হয়রানি করানোর পরিকল্পনা রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সে কথাও দু'চারটে লোকাল সাংবাদিকদের মুখে মুখে প্রকাশ পায়। সম্পাদকের কণ্ঠ রোধ করাতেই উঠে পড়ে লেগেছে রাজনৈতিক নেতারা, তাই যখনই নির্বাচন আসে তখনই এই সরদার পরিবারের উপর কোনো না কোনো ঘটনা অত্যাচার অবিচার অনাচার নামিয়ে দেয়। সুযোগ পেলেই মৃত্যুঞ্জয় সরদার কে যেকোনোভাবেই মেরে দেবে সে পরিকল্পনা চলতেই থাকে প্রতিনিয়ত। পুকুরে বিষ ফিসারি বিষ নানান রকম ক্ষয়ক্ষতি এই পরিবারের উপরে হয় বা কেন? লোকাল প্রশাসনকে জানালে সাধারণ মানুষের থেকে আরও বেশি হয়রানি করাতে থাকে এই পরিবারকে! দীর্ঘদিন ধরে যেসব ঘটনা প্রশাসনিকভাবে মৃত্যুঞ্জয় বাবু নিজে লিখিত জানিয়েছে আজকের দিন পর্যন্ত তার কোন সূরাহ ও মেলেনি, মানুষ নয় অমানুষ তাই এদের উপরে এসব অত্যাচার চলে। খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যা ঘটনা ঘটতেই থাকে লোকাল প্রশাসন সবটাই কিছুই ঘটেনি বলে চালিয়ে দেয় সর্বোচ্চ লেবেলে। পুলিশ প্রশাসনের উচ্চতম কর্তারা ব্যক্তিগতভাবে মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে চেনে এবং সৎ সাহসী নির্ভীক সম্পাদক বলেও জানে তার পরেও তারা এই পরিবারকে রক্ষা করতে পারে না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে মাথা নত করে চলতে হয় প্রশাসনের উচ্চতম কর্তা ব্যক্তিদের মৃত্যুঞ্জয় সরদারের ঘটনায় উদাহরণ দেয়। কিন্তু বা রাজ্য দুই সরকারকে লিখিত জানিও এই পরিবারের নিরাপত্তায় অভাবেও ভুগছে দীর্ঘদিন যাবত। আসলে এই পরিবারের অপরাধ টা বা কী শাসক দলের সঙ্গে রাজনীতি করে না, আর বিরোধীদলের সঙ্গে রাজনীতিতে যায় না , সেই কারণে এই পরিবারের উপরে অত্যাচারটা লাগাম টেনে রেখেছে। এই ঘটনাটা নিউজ সারাদিনের প্রকাশ পেলেও সাংবাদিক পরিবারের উপরে আবারো অত্যাচার ভয়ংকর ভাবে নামতে পারে, সেটা বিগত দিনেও হয়েছে। সাংবাদ কি বা সম্পাদকের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে রাজনৈতিক নেতাও প্রশাসন কেড়ে নিতে চাইছে? তা না হলে এই পরিবার রাজনৈতিক করে না বলে বারবার বিভিন্ন বদনাম সহ অত্যাচার অবিচার অনাচার ও অনাহারে থাকার পরিকল্পনা অব্যাহত! প্রায় সাংবাদিক মুখে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের বদনাম কর এটাই শোনা যায়। তাহলে কি এইসব ঘটনার পিছনে সাংবাদিক প্রশাসন ও রাজনৈতিক নেতারা এককভাবে অত্যাচারের অব্যাহত রাখার পরিকল্পনা করছে? দীর্ঘদিন ধরে তানাহলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা কেন দেয়া হলো না? কেনই বা এই পরিবারের একই ঘটনা বারবার ঘটতে থাকে। আর এসব কথা লিখলে প্রশাসনের একাংশ বেজায় চটে যাবে। তবে যে ছেলেটি কুড়িটা বছর ধরে সত্যের সন্ধানে নির্ভীক নিষ্ঠার সঙ্গে সাংবাদিকতা করে এসে আজকের এ তিন তিনটে কাগজের সম্পাদক তার পরিবারে অত্যাচার আমাদের পত্রিকা সম্পাদক মন্ডলী কোন ভাবে বরদাস্ত করে না। পুলিশের গোয়েন্দার বিভাগ ঘটনা ঘটার আগে কি কিছু জানতে পারে না, যদিবা জানে কিসের ভয়ে সেই সত্যটা সামনে আনতে পারে না। একাধিক আইএ এ ও আইপিএস সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে ব্যক্তিগতভাবে জানে বা চেনে তারপরে এসব ঘটনা ঘটেই বা কিভাবে? বিড়ালের গলায় ঘন্টা বাঁধবে বা কে? সম্পাদক মন্ডলীর একাংশ তো রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় চলে গিয়েছে আর যেসব সাংবাদিক গুলো সম্পাদকগুলো নিরপেক্ষ ভাবে খবর পরিবেশন করার চেষ্টা করছে, তাদের উপরে অত্যাচার অবিচার খুনের পরিকল্পনা অব্যাহত রয়েছে আর সেই উদাহরণ মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে। সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবারসহ মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে প্রশাসনিকভাবে নিরাপত্তা দিতে হবে এই দাবি তুলছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে। এই পরিবারের এমনই বহু দাবি বহু বছর তুলেও আজও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাহলে কি ভবিষ্যতে বাংলায় কাগজের সম্পাদকদের এহেনে নিরাপত্তা হীনতায় ভুগতে হবে গ্রামগঞ্জে থাকলে? এই পরিবাহীর কথা কি কেউ কর্ণপাত করছে না তাহলে এই এলাকায় সাধারণ মানুষের অবস্থাই বাকি। কেনই বা এই পরিবারের পুকুরে ফিসারী প্রতিবছর বিষ দিয়ে মাছ মেরে দেওয়া হয় এর আসল উদ্দেশ্য বা কি রয়েছে। সত্যি কি পুলিশ প্রশাসন জেগে ঘুমাচ্ছে। পুকুরে বিষ দিয়ে মাছ মরে গিয়েছে লক্ষ লক্ষ টাকা, সে ফুটেজ তো সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার নিজে তুলে প্রশাসনকে পাঠায় তারপরে প্রশাসন কেনই বা নির্বাক হয়ে থাকে? এই নির্বাক হয়ে থাকার আসল কারণ কি প্রশাসনকে রাজনৈতিক চাপে ভুগতে হচ্ছে? তা না হলে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের পরিবার সহ তাকে আজও নিরাপত্তা দেয়া হলো না, খুন হয়ে যাওয়ার পরে কি এই পরিবার নিরাপত্তা ভাবে প্রশাসনের তরফ থেকে? বহু ঘটনা বহুবার সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার মেইল করেছে রাজ্যপাল সহ প্রশাসনের একাধিক ব্যক্তিদের তারপরও আজকের দিনেও নিরাপত্তায় ভুগছে সম্পাদক পরিবার! এই পরিবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী আর কেন্দ্রের প্রধানমন্ত্রীদের কাছে নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেও আজও নিরাপত্তা পায়নি তেমনি অভিযোগ! সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার যে কোনো ভাবে নিরাপত্তায় পায়, সে ব্যবস্থা করলে নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মন্ডলি থেকে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব স্বীকার করব আগামীদিনে ।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩০২ সংখ্যা ০৭ নভেম্বর, ২০২৩ মঙ্গলবার ২০ কার্ত্তিক, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে' আমজনতার রেশন

রেশন দোকানে আসল 'স্টক' কত, খাদ্যদপ্তর আর ডিলারের কাছে থাকা তথ্যের ফারাক উসকে দিল নতুন বিতর্ক। বর্তমান পরিস্থিতিতে খাদ্যদপ্তরের কাছে যা কার্যত বিষফোঁড়া হয়ে দেখা দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার জেরে অপর্যাপ্ত রেশন বিলির অভিযোগে গ্রাহকদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধছে।অভিযোগ, ডিলার গ্রাহককে বুঝিয়ে কিছু সামগ্রী নিজেদের কাছে রেখে দিচ্ছেন। গ্রাহকও বিশেষ আপত্তি করছেন না। কিন্তু আইটি সেলের তথ্যে সেই হিসাব দেখানো হচ্ছে না। এখানেই সরষের মধ্যে কিছু ভূত রয়েছে বলে অভিযোগ। তেমন হলে সরাসরি ওই দোকানে রেড হবে বলে জানাচ্ছেন খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। তবে তাঁর আবেদন, 'গ্রাহককে আগে সচেতন হতে হবে। রেশন যাঁর সত্যিই দরকার, তাঁকে নিজের অধিকার বুঝে নিতে হবে। আর যদি তথ্য দিয়ে অভিযোগ জানান, তবে সেই দোকানে দপ্তর রেড করবে।' তাঁর কথায়, 'এখন তো অনলাইনেও অভিযোগ জানানো যায়। প্রকাশ্যে অভিযোগ জানানোয় সমস্যা থাকলে দপ্তরের ওয়েবসাইটে গিয়ে সেখানে অভিযোগ জানান গ্রাহক।'তথ্যের এই গরমিলে নতুন করে অশনি সংকেত দেখছেন ডিলাররা। তাঁরা আঙুল তুলছেন দপ্তরের আধিকারিকদের একাংশের দিকে।

পালটা আধিকারিকরা বলছেন, দপ্তর থেকে এক চুল ভুল পাঠানোর কোনও জায়গা নেই। সরকারি নিয়ম ধরে একেবারে ইঞ্চি মেপে স্টকের হিসাব পাঠানো হয়। সেই তথ্য ডিলারদের পাশাপাশি ফোন বার্তায় গ্রাহকদেরও পাঠানো হয়। তাঁদের প্রশ্ন, যে প্রক্রিয়ায় ডিলারদের কাছে রেশন সামগ্রী যায়, তার এক চুল কম বা বেশি গ্রাহকের কাছে গেলে বাকি অংশ ডিলারের কাছেই থাকবে। সেখানে কোনও ডিলার গরমিল করতে পারবেন না। কারণ কোনও ডিলারের 'স্টক ক্লিয়ার' না হলে তার তথ্যও দপ্তরের আইটি সেলে চলে যায়। পরের মাসে ঠিক ওই অংশটুকুই বাদ দিয়ে বাকি স্টক পাঠানো হয়।দপ্তরের এই আইটি সেলের দিকেই আঙুল তুলছেন ডিলাররা।তাঁদের অভিযোগ, আইটি সেলের তথ্যেই ভুল থেকে যাচ্ছে। যার ফল ভুগতে হচ্ছে একই সঙ্গে গ্রাহক ও ডিলারকে। কিছু উদাহরণ তুলে ধরছেন ডিলাররা। কলকাতার কাছে শ্যামনগরের একটি রেশন দোকানের সম্প্রতি একটি হিসাব সামনে এসেছে। দেখা যাচ্ছে, সন্ধেয় দোকান বন্ধ করার সময় সেখানে 'ক্লোজিং স্টক' ছিল ৩০০ কুইন্টাল। অথচ, পরদিন সকালে 'ওপেনিং স্টক' দেখিয়েছে ৮০০ কুইন্টাল। প্রশ্ন উঠেছে, ডিলারের কাছে ওই 'স্টক' না থাকা সত্ত্বেও কীভাবে দপ্তর থেকে আসা বার্তায় 'ওপেনিং স্টক'-এ এত ফারাক হল। গ্রাহকও সেই হিসাব দেখে রেশন তুলতে গিয়ে তথ্য আর বাস্তবে গরমিল পেয়ে ক্ষোভ দেখালেন। ডিলারদের সংগঠন ফেয়ার প্রাইস শপ ডিলারস ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বিশ্বম্ভর বসুর দাবি, 'গোলমালটা দপ্তরের আইটি সেলেই। সেই কারণেই প্রকৃত 'স্টক'-এ ফারাক থাকছে। তাতেই গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।' তাঁর প্রশ্ন, 'এই গোলমালটা দেখার দায়িত্ব বা ঠিক করার দায়িত্ব তো দপ্তরের। অথচ আমরা গ্রাহকদের প্রশ্নের মুখে পড়ছি।'এর পালটা দপ্তরের আধিকারিকদের সাফ বক্তব্য, ডিলারদের দাবি কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। এনএফএসএ বা আরকেএসওয়াই যে কার্ডেই হোক, একজন গ্রাহকের জন্য বরাদ্দ সামগ্রী সবসময় ডিলারকে আগে পাঠিয়ে তা গ্রাহককে জানানো হয়। ডিলার যদি কারচুপি করেও তা দপ্তরের আইটি সেলের তথ্যে ধরা পড়বে। কোনও গ্রাহক ধরা যাক মাথাপিছু ৫ কেজি চাল পান। ডিলার সেই চালের থেকে কম সামগ্রী তাঁকে দিলেন। কিন্তু গ্রাহক রেশন তোলার পর সেই তথ্যও সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে দপ্তরের কাছে। ফলে ডিলারকে পরের মাসের সম পরিমাণ স্টক আর দেওয়া হবে না। তবে এর মাঝেও দপ্তরের আইটি সেলকে ফাঁকি দিয়ে চোরাস্রোতের মতো কারচুপি চলছে বলে খবর আসছে দপ্তরের কাছে।

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

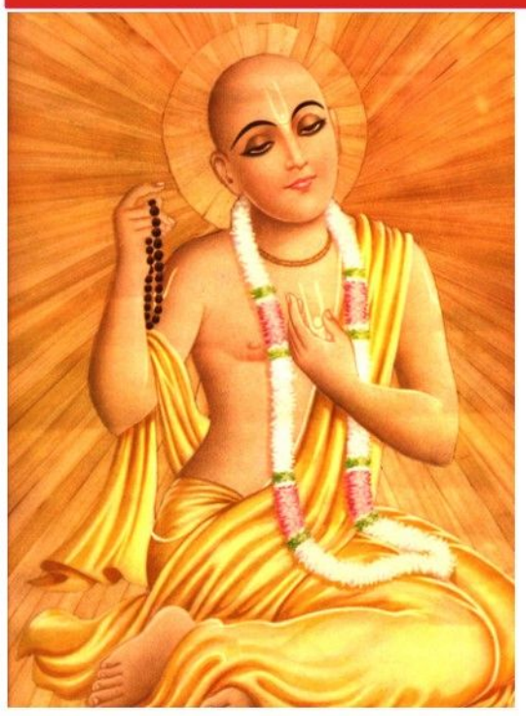

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যারমধ্যে সরকারিভাবেও চিহ্নিত হয়েছে বিকৃত করা নামের দ্বারা। যা এক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন- বর্তমান সোনডাঙ্গা গ্রামটির নামের উৎপত্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় সেই গ্রামের নাম কখনই সোনডাঙ্গা ছিল না, ছিল সেনডাঙ্গা যা সেন বংশীয়দের অনুসারে নামকরন হয়েছিল তা বিকৃত হতে হতে এখন সোনডাঙ্গা। এখনও বর্তমানে রয়েছে সেন সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই মন্দির ৫১ সতীপীঠের অন্যতম বলে কথিত। এই স্থানটির নামও এখানকার ঐতিহ্যবাহী তারা আরাধনার সঙ্গে যুক্ত। তবে শক্তিরঙ্গ বঙ্গভূমে অন্যতম প্রধান শাক্তপীঠ তারাপীঠ। ঠিক কবে এই পীঠস্থান আবিস্কৃত হয়, তা যেমন সঠিক জানা যায় না। তেমনই সুস্পষ্ট নয় তারাদেবীর কাল্ট সংক্রান্ত খুঁটিনাটি। অতিপ্রাচীন দেবীশিলা মা উগ্রতারা, বশিষ্ঠদেবের পরম্পরা, সর্বোপরি দিব্যপুরুষ বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় বা বামাক্ষ্যাপাকে ঘিরে চলিত রয়েছে অসংখ্য কিংবদন্তি। বীরভূমের প্রধানতম তীর্থ তারাপীঠ আজ আন্তর্জাতিক কৌতূহলের কেন্দ্রভূমি। রহস্যের পরে রহস্য আবৃত রেখেছে এই শক্তিপীঠকে।

কেন এখানকার দেবী নাম তারা হল, তাই নিয়েও আছে পুরাণের এক কাহিনি। সমুদ্রমন্থনে ওঠা বিষ পান করে শিব হয়ে উঠলেন নীলকণ্ঠ। বিষে জর্জরিত তিনি। সেই যন্ত্রণা থেকে কীভাবে শিব মুক্তি পাবেন। সব দেবতা 'দেবী তারার' কাছে গিয়ে বললেন, শিবকে গরলমুক্ত করতে। 'দেবী তারা' তখন শিবকে আপন সন্তানের মতো কোলে নিয়ে আপন স্তন্য থেকে অমৃত পান করাতে লাগলেন। সেই অমৃত পান করে শিবের বিষজ্বালা দূর হল। সেই থেকে দেবীর নাম হল তারিণী। তিনি শিবকে তারণ করেছেন। এই বিশ্বকেও তিনি তারণ করেন। সেই তারিণী থেকেই তারা নামের সৃষ্টি।সেই কারণে বিখ্যাত বীরভূমের এই পিঠস্থান তার নাম হয়েছে তারাপীঠ। তারাপীঠের মন্দিরের দু'শো বছর পূর্ণ হল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, কথাটা আংশিক সত্য। কেননা তারাপীঠের মন্দিরের ইতিহাসকে দুশো বছরের মধ্যে আটকানো যায় না। তার ইতিহাস প্রাচীন, আবছায়া, অস্পষ্ট এক অতীতের মধ্যে মিশে আছে। একদিকে পুরাণ আর একদিকে ইতিহাস। একদিকে লোককথা, অন্যদিকে দলিল। সব মিলেই তারাপীঠের মন্দির এবং তারামায়ের কাহিনী একাকার হয়ে গিয়েছে। ইতিহাসকার শুধু প্রমাণ খুঁজতে গেলে অতীতের আবছায়া কাহিনীগুলোকে অস্বীকার করতে হয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। যুগ যুগ ধরে ভক্তপ্রাণ বাঙালি হৃদয় সেসব আত্মসাৎ করে বসে আছে। তাই আপাতভাবে মন্দিরের দু'শো বছর কথাটা আংশিক সত্য। ইতিহাসকার থাকুন ইতিহাস নিয়ে, ভক্ত থাকুন তাঁর আপন বিশ্বাসে। এই বিশ্বাসের উপরে অবলম্বন করেই মা ইচ্ছায় এই মন্দিরটি তৈরি হয় তারাপীঠ।

এভাবেই তারাপীঠে প্রথম মন্দির নির্মাণ হয়। শুরু হয় মায়ের ভোগরাগ। কিন্তু তার আগে থেকেই এই স্থান তারামায়ের বিরাজক্ষেত্র। পুরাণেও এই স্থানের বর্ণনা মেলে। এখানকার সিদ্ধ শ্মশানে বহু সাধুসন্ত সিদ্ধিলাভ করেছেন। পুরাণের সেই দক্ষযজ্ঞের কাহিনী আমরা জানি। পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দক্ষের যজ্ঞাগারে আত্মাহুতি দেন সতী। সেকথা শুনে শিব সতীর দেহ নিয়ে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করতে শুরু করেন। শিবকে থামাতে বিষ্ণু তাঁর চক্র দিয়ে সতীর দেহ খণ্ডবিখণ্ড করেন। সেই দেহখণ্ডগুলি বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে এবং সেখানে এক একটি সতীপীঠ গড়ে ওঠে। সতীর ঊর্ধ্ব নয়নতারা বা প্রজ্ঞানয়ন পড়েছিল তারাপীঠের সেই শ্বেতশিমূল গাছের নীচে। পুরাণের কাহিনী থেকে আরও জানা যায়, সতীহারা শিব দেবীকে কামনা করে এখানে এসে সাধনা করেন। তিন লক্ষ জপ করেছিলেন। তাঁর সাধনায় তুষ্ট হয়ে তারা বলেছিলেন, তিনি আবার উমারূপে তাঁর কাছে স্ত্রী রূপে যাবেন। আরও জানা যায়, মহামুনি বশিষ্ঠ বিষ্ণুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে এখানে এসে সাধনা করেছিলেন। সেই শ্বেতশিমুল, গাছের নীচে বসে তিনিও তিন লক্ষ তারা জপ করেছিলেন। তিনি সাধনলাভ করেছিলেন আশ্বিন মাসের কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশীতে। আরও আশ্চর্যের ঘটনা হল, জয়দত্ত মন্দির প্রতিষ্ঠা করে প্রথম যেদিন দেবীর পুজো করেছিলেন, সেদিনটাও ছিল কোজাগরী শুক্লা চতুর্দশী। আজও এই বিশেষ দিনে তারামায়ের পুজো ধুমধাম করে হয়।আমার গবেষণায় এক চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে তারা মায়ের মন্দির কে নিয়ে।রাণ থেকে মধ্যযুগ হয়ে ফেরা যাক আধুনিক বাস্তবের ইতিহাসে। জয়দত্তের তৈরি করা মন্দির একদিন ক্রমেই জীর্ণরূপ ধারণ করল। তখন সেই মন্দিরকে নতুনভাবে নির্মাণ করতে এগিয়ে এলেন বীরভূমের এড়োল গ্রামের রামজীবন রায়চৌধুরী। সেটি হল তারাপীঠের মন্দিরের দ্বিতীয় নির্মাণ। সেটা ছিল আনুমানিক ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দ। রামজীবন ছিলেন তারাপীঠের এলাকা ওই পুরো এলাকার পত্তনিদার। তারাপীঠের মন্দিরের ভগ্নদশা দেখে ভক্ত রামজীবনের মন খারাপ হয়ে যায়। কিন্তু মন্দির সংস্কারের মতো অর্থ তাঁর ছিল না। তাই প্রজাদের কাছ থেকে তোলা খাজনার টাকায় তিনি আবার নতুন করে মন্দির গড়ে দিলেন। এর ফলে তিনি খাজনার টাকা তৎকালীন বাংলার নবাব আলিবর্দি খাঁকে দিতে পারলেন না। এর বিচার করার জন্য তাঁকে পেয়াদারা মুর্শিদাবাদে ধরে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, খাজনার টাকা দিয়ে তিনি তারামায়ের মন্দির নির্মাণ করেছেন। কোনওরকম তছরুপ তিনি করেননি। নবাব একথার সত্যতা বিচারের জন্য লোক পাঠালেন। তাঁরা ফিরে এসে নবাবকে জানালেন, রামজীবন সত্য কথাই বলেছেন। তাঁর সত্যবাদিতায় খুশি হয়ে নবাব সব খাজনা মকুব করে রামজীবনকে রেহাই দিলেন। অন্যদিকে প্রায় আজ থেকে দুশো দুই বছর আগেকার ইতিহাস কি বলছে সেটি আমাদের অনেকেরই জানা, অনেকের অজানা। তবে এমন তথ্য উঠে এসেছে সে প্রসঙ্গে এই লেখাতেই উল্লেখ করছি।মন্দিরের সেই ভগ্নদশা দেখে কেঁদে ফেলেছিলেন জগন্নাথ রায়ও। তিনি ছিলেন মল্লারপুরের জমিদার। মায়ের মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে মানত করেছিলেন 'মাগো আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে তোমার নতুন মন্দির গড়ে দেব মা।' তারামা তাঁর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেছিলেন। তারপরই জগন্নাথ রায় তারামায়ের মন্দির সংস্কার করে দেন। সেটা ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দের ১৫ এপ্রিল। মন্দির নির্মাণের পাশাপাশি নতুন করে তৈরি করলেন চন্দ্রচূড় শিবের মন্দির, মায়ের বিরামখানা, ভোগঘর, ভাণ্ডারঘর প্রভৃতি। মায়ের অবতার ও মায়ের মহিমা আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগেকার ইতিহাস জ্বলন্ত উদাহরণ আমাদের কাছে।মা তারা যে সেখানে ছিল ,আজও আছে ,সারা বিশ্বে তার মহিমা ছড়িয়ে গেছে। আজ বিশ্বব্যাপী কাছে তারাপীঠ একটি পীঠস্থান হিসাবে আমরা দেখি, সবই মায়ের মহিমা। তারাপীঠের বর্তমান মন্দির মল্লারপুরের জমিদার স্থাপন করলেনও গল্পের শুরু জয়দত্ত সদাগরের কথা হতে। আজও মুখে মুখে চলে আসছে তাঁর কাহিনী। আজ থেকে প্রায় আটশো বছর আগের ঘটনা। তিনি ছিলেন বীরভূমের রত্নাগড় নিবাসী। একবার তিনি বাণিজ্যে প্রভূত সম্পদ, অর্থ লাভ করে বাড়ি ফিরছিলেন। চলার পথে অসুস্থতায় মৃত্যু হল তাঁর প্রাণাধিক পুত্রের। বাড়ি ফিরেই ছেলের অন্ত্যেষ্টি করবেন স্থির করে তিনি মাঝিদের বললেন, পুত্রের দেহটাকে ভালো করে ঘি মাখিয়ে রাখতে। তাতে পচন ধরবে না। এদিকে সন্ধ্যা নেমেছে। রাত্রিটা তাই পথেই বিশ্রাম নিতে হবে। চলতে চলতে থামলেন এক বিশাল জঙ্গলের পাশে। স্থানটির নাম চণ্ডীপুর।

রাতে ঘুম নেই জয়দত্তের। মৃত ছেলের দেহ আঁকড়ে রাত জাগছেন তিনি। সেই সময় তারামা এক কুমারী মেয়ের রূপ ধরে নৌকার কাছে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর কালো রূপে যেন আলো ছিটকে পড়ছে। রাত্তির আকাশজুড়ে অপূর্ব এক জ্যোতি। অপূর্ব সুন্দরী সেই মেয়েটি জয়দত্তকে জিজ্ঞাসা করলেন 'ও বাছা, এত নৌকা ভরে কী নিয়ে চলেছো গো?' পুত্রশোকে জয়দত্তের মন ভারাক্রান্ত ছিল। তাই তিনি রাগত স্বরে মেয়েটিকে বললেন, 'ছাই আছে'। সে কথা শুনে মেয়েটি 'আচ্ছা' বলে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে জয়দত্ত দেখলেন তাঁর নৌকার সব বাণিজ্যসামগ্রী, অর্থ ছাইতে পরিণত হয়েছে। পরদিন সকালে মাঝিরা রান্নায় বসল। খেয়েদেয়ে নৌকা নিয়ে যাত্রা করতে হবে। কাটা শোল মাছ কাছেই এক কুণ্ডের জলে ধুতে গেল তারা। কী আশ্চর্য! জলের স্পর্শ পেয়ে মাছটি জ্যান্ত হয়ে সাঁতরে চলে গেল। মাঝিরা দৌড়ে এসে জয়দত্তকে সব কথা জানাল। জয়দত্তের মনে পড়ল আগের রাতের কথা। সেই মেয়েটির কথা। তখন পুত্রশোকে কাতর হয়ে বারবার তিনি বলতে লাগলেন, 'মাগো দেখা দে। কে তুই মাগো আমাকে এমন পরীক্ষা করে গেলি। আমাকে ক্ষমা কর মা। আমার সন্তানকে বাঁচিয়ে দে।' সেদিন রাতেই স্বপ্নের মধ্যে ফিরে এলেন সেই মেয়েটি। তাঁকে দেখে জয়দত্ত বললেন, 'পুত্র মলো ধন ছাই কিসের লাগিয়া।' কুমারী মেয়ে রূপী তারা মা তাঁকে বললেন, 'ভবানী বলেন সাধু না হও কাতর /প্রাতে উঠি পাবে ধন নৌকার ভিতর।' সেই সঙ্গে তারা মা তাঁকে বললেন, কুণ্ডের জল ছেলের গায়ে ছড়ালেই সে বেঁচে উঠবে। সকালে জয়দত্ত তাঁর হারানো সম্পদ ফিরে পেলেন এবং বশিষ্ঠকুণ্ডের জল ছেলের গায়ে ছেটাতেই ছেলে 'তারা তারা' বলে বেঁচে উঠল। ছেলের মুখে তারা নাম শুনে বিস্মিত জয়দত্ত বুঝতে পারলেন দেবী তারার অলৌকিক কৃপার কথা। পুত্রকে ফিরে পাওয়ার আনন্দে তিনি সারাদিন বসে তারা মায়ের জপ করতে লাগলেন। রাতে আবার দেবী তাঁকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। তাঁকে আদেশ করে বললেন, 'এই জঙ্গলের মধ্যে একটা শ্বেতশিমুল গাছের নীচে একটা শিলাবিগ্রহ রয়েছে। সেই বিগ্রহ একটা মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করে তার পুজোর ব্যবস্থা করবি। আমি হলাম উগ্রতারা। জঙ্গলের মধ্যে শ্মশানে আমার বাস।' পরদিন সকালে লোকজন নিয়ে সেই বিশাল জঙ্গলে খুঁজে খুঁজে শ্বেতশিমুল গাছের নীচ থেকে শিলাবিগ্রহ আবিষ্কার করলেন জয়দত্ত। কাছেই পেলেন চন্দ্রচূড় শিবের মূর্তি। বশিষ্ঠকুণ্ড বা জীবিতকুণ্ডের সামনে তাড়াতাড়ি মন্দির নির্মাণ করে সেই শিলামূর্তি ও চন্দ্রচূড় শিবের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করলেন তিনি। শুধু তো মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেই হবে না। তার নিত্যপূজাও দরকার। তাই জয়দত্ত কাছেই মহুলা গ্রামের এক ব্রাহ্মণকে নিত্যপূজার দায়িত্ব দিয়ে বিদায় নেন।তবে বিজ্ঞান গবেষণার উদ্দেশ্য মায়ের মহিমা বিরাজমান, সেটি আমরা নিজে চোখে দেখে আসতে পারি তারাপীঠে গিয়ে ও।তারাপীঠের মহাশ্মশানের দ্বিতীয় রহস্য লুকিয়ে আছে শ্মশান-সংলগ্ন দ্বারকা নদীর জলে। এই নদী উত্তরবাহিনী। অর্থাৎ এর স্রোত বইছে উত্তর দিকে। হিন্দু ধর্মে উত্তরবাহিনী নদী বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, ভারতের প্রায় সব নদীই নেমেছে উত্তর দিকে স্থিত হিমালয় থেকে। অতএব, তাদের ধারা কখনই উত্তর অভিমুখী হবে না। হলে তা বইবে উল্টো খাতে। একমাত্র কাশীতে গঙ্গা উত্তরবাহিনী। আর বীরভূমে দ্বারকা। তাই দ্বারকা নদী মহাশক্তির উৎস। এই নদীজলে স্নান করলেই সিদ্ধিলাভের যোগ্যতা অর্জন করেন মানুষ। দূর হয় সব পাপ।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

শাহরুখকে শুভেচ্ছা জানাতে এসে চুরি গেল ৩০টি মোবাইল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : শাহরুখ খানের জন্মদিনে তার বাংলো মান্নাতের সামনে প্রতি বছরই তুমুল ভিড় জমে। 'পাঠান' ও 'জাওয়ান'-এর সাফল্যের বছরে এতটাই বাড়াবাড়ি ছিল যে হুড়োহুড়ি থামাতে লাঠি চালাতে হয় পুলিশকে। আর এ সুযোগে চুরি হয়েছে কমপক্ষে ৩০টি মোবাইল।

গত ২ নভেম্বর ছিল কিং খানের জন্মদিন। ওই দিন প্রথম প্রহর থেকে উৎসবে মাতেন সারা বিশ্বের ভক্তরা। প্রিয় তারকার ৫৮তম জন্মদিন পালন করেছেন নানা আয়োজনে। জন্মদিন উপলক্ষে মধ্যরাত থেকেই মান্নাতের বাইরে ছিল শাহরুখ ভক্তদের লম্বা লাইন। হাজার হাজার অনুরাগী 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে' তারকাকে এক ঝলক দেখার উদ্দেশ্যে ভারতের নানা প্রান্ত থেকে ভিড় জমিয়েছিলেন মান্নাতের বাইরে।

এত ঠেলাঠেলির চাপে ঘটে গেল বিপত্তি। ভক্তদের পকেট থেকে চুরি গেল ৩০টি ফোন। পরে ২৩ বছর বয়সী আরবাজ খান যান পুলিশে অভিযোগ জানাতে, তখন জানতে পারেন, আরো ১৫ জন এরই মধ্যে মান্নাতের সামনে থেকে ফোন চুরি যাওয়ার অভিযোগ দায়ের করেছেন। এখন চুরি যাওয়া ফোন উদ্ধারে চলছে অনুসন্ধান।

গত বুধবার মধ্যরাতে অল ব্ল্যাক লুকে ভক্তদের দেখা দেন শাহরুখ। মিলিটারি প্রিন্টের ট্র্যাক প্যান্ট সঙ্গে কালো টি শার্ট, মাথায় কালো টুপি পরে দুই হাত খুলে শাহরুখ দাঁড়ালেন মান্নাতের ব্যালকনিতে। পরের দিনও ভক্তদের সঙ্গে সময় কাটান শাহরুখ। মান্নাতে দর্শন দেওয়ার পাশাপাশি ফ্যান ইভেন্টে অংশ নেন।

হাজার কোটির মাইলফলক পার করা পাঠান, জাওয়ানের পর ডিসেম্বরে মুক্তি পাচ্ছে শাহরুখের 'ডানকি'। পরিচালনা করেছেন রাজকুমার হিরানি। অবশ্য এর আগে ক্যামিও রোলে সালমান খানের 'টাইগার থ্রি' সিনেমায় ধরা দেবেন তিনি।

প্রাক্তন রোহমানকেই 'বাবু' বলে কাছে টানলেন সুস্মিতা!

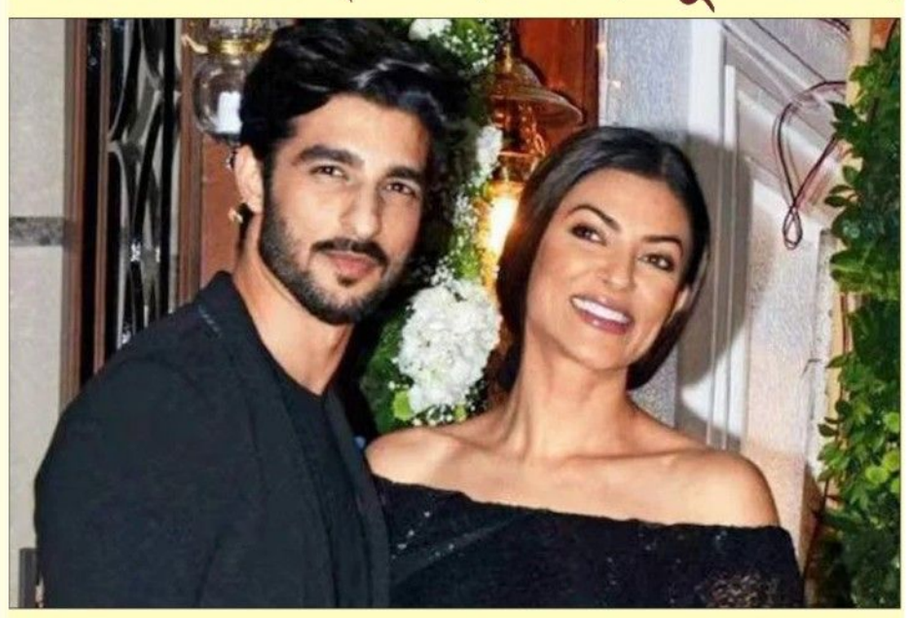

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০২১ সালে আচমকাই প্রেমিক রোহমান শলের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘোষণা করেন বলিউড অভিনেত্রী সুস্মিতা সেন। তারপর ললিত মোদীর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পাতায় ধুমকেতুর মতো উত্থান হয় প্রাক্তন মিস ইউনিভার্সের। প্রকাশ্যে সুস্মিতাকে ভালবাসার কথা জানান প্রাক্তন আইপিএল কর্তা ললিত মোদী। যদিও নীরব ছিলেন সুস্মিতা। এর মাঝে আচমকাই হৃদরোগে আক্রান্ত হন অভিনেত্রী। তারপর কাজে ফিরেছেন। সেই থেকেই তার সঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় দেখা যেত প্রাক্তন প্রেমিক রোহমান শলকে। যদিও প্রাক্তন প্রেমিকের ফিরে আসা নিয়ে কোনো মন্তব্য করেননি অভিনেত্রী। তবে এবার সকলের সামনেই রোহমানকে 'বাবু' বলে আদুরে সম্বোধন করলেন সুস্মিতা। প্রাক্তনের কাছে কি তা হলে ফিরে গেলেন অভিনেত্রী?

সম্প্রতি 'আরিয়া ৩'-এর প্রচারের এসেছিলেন সুস্মিতা। সঙ্গে ছিলেন এই সিরিজের অন্য কলাকুশলীরা। সেখানেই সুস্মিতাকে না জানিয়ে চলে আসেন রোহমান। অপেক্ষা করছিলেন কতক্ষণে শেষ হবে তার কাজ। সুস্মিতার কাজ শেষ হতেই খানিকটা আচমকা এসেই অভিনেত্রী চমকে দেন। রোহমানকে দেখে সুস্মিতা বলেন, "বাবু, তুমি এখানে!"

জানা গেল, সুস্মিতাকে সাবধানে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছিলেন রোহমান। তবে কি আগের মতোই একত্রবাস করছেন তারা? উত্তর অবশ্য অজানা। তবে সুস্মিতার কাছে ফিরে আসা প্রসঙ্গে দিন কয়েক আগে রোহমান সাফ জানিয়েছিলেন, কাউকে জবাব দেওয়ার দায় নেই তাদের। ২০১৮ সালে ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে যোগাযোগ হয়েছিল তাদের। বিচ্ছেদের সময় রোহমানের সঙ্গে নিজের ছবি দিয়ে অভিনেত্রী লিখেছিলেন, "আমরা বন্ধু হয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম, বন্ধুত্ব থাকবে। দীর্ঘ সম্পর্কে থাকলাম... ভালবাসাও থেকে যাবে।" তা হলে সে কথাই রাখছেন সুস্মিতা! রোহমান ও তিনি কি এখন শুধুই ভাল বন্ধু, না কি অন্য সমীকরণ রয়েছে!

শচীন-কন্যার কাছে কি হেরে গেলেন সাইফ-কন্যা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : একদিকে বিশ্বকাপের আঁচে সরগরম গোটা ভারত। তার পাশাপাশি চলছে অন্য এক চর্চা। শচীন-কন্যা সারা টেন্ডুলকার ও ক্রিকেটার শুভমান গিলের প্রেম। শুভমানের খেলা দেখতে মাঠে আসেন শচীন-কন্যা। তার প্রতি রানে মুখের অভিব্যক্তি বদলাতে থাকে সারার। সবই ক্যামেরাবন্দি করা হয়। দিন কয়েক আগেই আম্বানীদের অনুষ্ঠানে দেখা গিয়েছিল সারা-শুভমানকে। যদিও ক্যামেরা দেখে অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন ক্রিকেট তারকা। তবে শুভমানকে নিয়ে প্রতিবারই অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী মনে হয়েছে শচীন-কন্যাকে। তবে এই প্রেম পর্বের মাঝেই খোঁজ পড়ল আরো এক সারার। তিনি বলিউড অভিনেতা সাইফ আলি খানের কন্যা। বলিউড অভিনেত্রী সারার সঙ্গেও শুভমানের সম্পর্কের গুঞ্জন শোনা গিয়েছিল। কয়েকবার 'ডেট'-এও গিয়েছেন তারা। একটি অনুষ্ঠানে সারার সঙ্গে প্রেম নিয়ে হেঁয়ালি করে উত্তরও দেন। কিন্তু এই মুহূর্তে যেভাবে ঘন ঘন শচীন-কন্যার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে শুভমানকে, তাতে একাংশের অনুমান, সারা আলি নয়, সারা টেন্ডুলকারেই মজেছেন শুভমান!

কিন্তু কেন এগিয়ে গেলেন সারা টেন্ডুলকার। মাস কয়েক আগেও সারা নিজের ছবির প্রচারে এসে জানিয়েছিলেন, ক্রিকেটারকে বিয়ে করতে তার অসুবিধা নেই। শুভমান গিলের সঙ্গে তার সম্পর্কের গুঞ্জন নিয়ে প্রশ্ন করলে সারার উত্তর, এখনও পর্যন্ত তার মনের মানুষের সঙ্গে নাকি দেখাই হয়নি। এদিকে একাধিকবার শুভমানের সঙ্গে রেস্তোরাঁয় সময় কাটাতে দেখা গিয়েছে নবাব-কন্যাকে। কিন্তু হঠাৎই যেন সমস্ত প্রচারের আলো কেড়ে নেন শচীন-কন্যা। ক্রিকেট তারকার জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানানো হোক কিংবা ঘুরতে গিয়ে একই জায়গা থেকে ছবি দেওয়া- সবটাই বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ। সারা-শুভমানের দুরন্ত প্রেমের মাঝে অন্য সারা যে বেশ দূরত্ব বজায় রেখেছেন, তা ভালই বোঝা যাচ্ছে। আম্বানীদের যে অনুষ্ঠানে শচীন-কন্যা ও শুভমান একসঙ্গে প্রকাশ্যে ধরা দেন, সেই অনুষ্ঠানে র‍্যাম্প মাতাতে দেখা গেছে সারা আলিকে। তবু একে অপরকে নাকি এড়িয়ে গিয়েছেন তারা। এছাড়াও ক্রিকেটের মাঠে আগে কয়েকবার দেখা গেলেও যেদিন থেকে সারা টেন্ডুলকার মাঠে যাতায়াত বাড়িয়েছেন, নিজেকে গুটিয়ে নেন সাইফ-কন্যা। বিশ্বকাপ শুরু হওয়ার পরই তীর্থ করতে বেরিয়ে যান সারা। ফিরে এসে শুধুই কাজে মন দিয়েছেন তিনি। কানাঘুষো শোনা যাচ্ছে, এর মাঝে প্রাক্তন প্রেমিক কার্তিক আরিয়ানের সঙ্গে নতুন করে সখ্য নাকি শুভমানের মনে শচীন-কন্যার জায়গা পাকা করেছে। কেউ বলেছেন, শচীন টেন্ডুলকারের মেয়ে বলেই হয়তো শুভমান মজেছেন সারাতে। এদিকে নিজেকে এখনও সিঙ্গেল বলেই ঘোষণা করেছেন সাইফ-কন্যা। তবে কি মন ভাঙতেই নিজেকে সরিয়ে নিলেন সারা আলি খান?

ইতালির বিলাসবহুল রিসোর্টে বিয়ে করলেন বরুণ-লাবণ্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণী ভারতীয় সিনেমার তারকা জুটি বরুণ তেজ ও লাবণ্য ত্রিপাঠি বিয়ে করেছেন। দীর্ঘদিন ধরেই এ জুটির প্রেম-বিয়ে নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন এই জুটি। বুধবার ইতালির একটি বিলাসবহুল রিসোর্টে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়। ইন্ডিয়া টুডে এক প্রতিবেদনে জানায়, ইতালির বোরগো সান ফেলিস রিসোর্টে বসেছিল বরুণ তেজ ও লাবণ্য ত্রিপাঠির বিয়ের আসর। এসময় বরুণ-লাবণ্যর বাবা-মা উপস্থিত ছিলেন। তা ছাড়াও বিয়েতে যোগ দিয়েছেন বরুণের চাচা তেলেগু ইন্ডাস্ট্রির শীর্ষ অভিনেতা চিরঞ্জীবী এবং পবন কল্যাণ। তার কাজিন সুপারস্টার আল্লু অর্জুন এবং রাম চরণসহ অনেকে।

বরুণ-লাবণ্যর বিয়ের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করেছেন বরুণের বাবা নাগা বাবু। তাতে দেখা যায়, লাবণ্য পরেছেন লাল রঙের শাড়ি। আর বরুণের পরনে শেরওয়ানি।

গত জুলাই মাসে জানা যায়, বিয়ের ভেন্যু হিসেবে ইতালিকে বেছে নিয়েছেন তারা। গত ২৭ অক্টোবর ইতালির উদ্দেশ্যে ভারত ছাড়েন বর-কনেসহ পরিবারের সদস্যরা। বরুণ-লাবণ্যর প্রি-ওয়েডিং শুরু হয় ৩০ অক্টোবর। গত ৯ জুন রাতে ভারতের হায়দরাবাদে আংটি বদল করেন বরুণ-লাবণ্য। পরিবার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেগাস্টার চিরঞ্জীবী, রাম চরণ, নীহারিকা কোনিদেলা-সহ তেলেগু ইন্ডাস্ট্রির একাধিক প্রভাবশালী তারকা।

বরুণ তেজ ও লাবণ্য ত্রিপাঠি অভিনয় ক্যারিয়ারে আলাদা আলাদাভাবে বেশ কিছু ব্যবসাসফল সিনেমা উপহার দিয়েছেন। কয়েকটি সিনেমায় জুটি বেঁধেও অভিনয় করেছেন তারা। ২০১৭ সালে 'মিস্টার' সিনেমার শুটিং সেটে তাদের প্রথম পরিচয়। পরবর্তীতে সম্পর্কে জড়ান বরুণ-লাবণ্য।

ব্যালন ডি'অর জয়;

কত পয়েন্ট পেয়েছিলেন মেসি?

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অনেকটা প্রত্যাশিত ভাবেই ২০২৩ ব্যালন ডি'অর জয় করেছেন লিওনেল মেসি। বাংলাদেশ সময় ৩০ অক্টোবর দিবাগত রাতে প্যারিসে জমকালো এক অনুষ্ঠানের পর মেসির হাতে তুলে দেওয়া হয় তার অষ্টম ব্যালন ডি'অর ট্রফি। এরপর সাবেক এবং বর্তমান অনেকেই সমালোচনা করেছেন এই পুরস্কারের। তবে মেসি ব্যালন জিতেছিলেন বড় ব্যবধানেই।

পুরস্কার প্রদানের দিন কয়েক পর প্রকাশিত পয়েন্ট তালিকা জানাচ্ছে, নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আর্লিং হালান্ডের চেয়ে ১০৫ পয়েন্ট বেশি পেয়েছেন লা পুলগা। আর সাবেক সতীর্থ এমবাপ্পে থেকে তার পয়েন্ট ১৯২ বেশি।

২০২৩ সালে ব্যালন ডি'অর জেতার পথে মেসির পয়েন্ট ৪৬২। অন্যদিকে হালান্ড পেয়েছেন ৩৫৭ পয়েন্ট। তৃতীয় হওয়া এমবাপ্পে পেয়েছেন ২৭০ পয়েন্ট আর কেভিন ডি ব্রুইনার পয়েন্ট ১০০। ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টার ভিনিসিয়ুস হয়েছেন ৬ষ্ঠ। তার পয়েন্ট ছিল ৪৯। আর ৫ম স্থানে থাকা রদ্রি পেয়েছিলেন ৫৭ পয়েন্ট।

কিউই শিবিরে হেনরির জায়গায় জেমিসন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ শুরুর আগেই চোটাক্রান্ত ছিলেন নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক কেইন উইলিয়ামসন ও টিম সাউদি। এক ম্যাচ খেলে আবারও চোটে পড়েন উইলিয়ামসন। লকি ফার্গুসন ও জিমি নিশামেরও চোট সমস্যা আছে। তবে এখনো দলের সঙ্গেই আছেন তারা। কিন্তু বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়েছেন ম্যাট হেনরি। ডানহাতি এই পেসারের পরিবর্তে কাইল জেমিসনকে দলে ডেকেছে কিউইরা।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলার সময় হ্যামস্ট্রিং ইনজুরিতে পড়েন হেনরি। সেই ম্যাচে কেবল ৫.৩ ওভারই বল করতে পারেন ৩১ বছর বয়সি এই পেসার। বল হাতে এবারের আসরে দারুণ ছন্দে ছিলেন তিনি। ৭ ম্যাচে শিকার করেন ১১ উইকেট। কিন্তু তার বিশ্বকাপ অধ্যায়ের এখানেই ইতি টানতে হলো।

১৩ ওয়ানডে খেলা জেমিসন স্কোয়াডের সঙ্গে ভারতে আছেন। বিশ্বকাপের আগে দলের সঙ্গে দুই সপ্তাহ কাটিয়েছেন এই পেসার। তাছাড়া ঘরোয়া টুর্নামেন্ট প্লাঙ্কেট শিল্ডে খেলায় তার ম্যাচ ফিটনেস নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই কিউইদের। সবকিছু ঠিক থাকলে শনিবার পাকিস্তানের বিপক্ষে ম্যাচে দেখা যেতে পারে তাকে।

ওয়ানডেতে ৭ বছর পর

ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতলেন নবি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দলের জয়ে মোহাম্মদ নবি অবদান রাখেন নিয়মিতই। কিন্তু সতীর্থদের দীপ্তিতে আড়ালে পড়ে যান প্রায়ই। তবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে আফগানিস্তানের দারুণ জয়ের নায়ক তিনিই। ওয়ানডেতে সাত বছর পর নবি জিতলেন ম্যাচ সেরার পুরস্কার। বিশ্বকাপে রোমাঞ্চকর ক্রিকেট উপহার দেওয়া নেদারল্যান্ডসকে ০৩ নভেম্বর ৭ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনালের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রেখেছে আফগানিস্তান। রেহমাত শাহ ও হাশমাতউল্লাহ শাহিদির ফিফটিতে ১১১ বল বাকি থাকতেই ডাচদের ১৭৯ রান পেরিয়ে যায় আফগানরা।

নিশ্চিতভাবেই নেদারল্যান্ডসকে সবচেয়ে বেশি ভুগিয়েছে চার রান আউট। দারুণ বোলিংয়ে ২৮ রানে ৩ উইকেট নেওয়া নবিও কম ভোগাননি। বাস ডে লেডে, লোগান ফন বিকদের খুব বেশি কিছু করতে দেননি তিনি। পরে পল ফন মেকেরেনকে ফিরিয়ে ডাচদের ইনিংসের ইতি টানেন নবিই। ২০১৬ সালে মিরপুরে বাংলাদেশের বিপক্ষে সবশেষ ম্যাচ সেরা হয়েছিলেন তিনি। লম্বা সময় অপেক্ষার পর পেলেন আবার। শুধুমাত্র বোলিংয়ের জন্য প্রথমবার ম্যাচ সেরার পুরস্কার জিতলেন ৩৮ বছর বয়সী এই অলরাউন্ডার। ওয়ানডেতে জিতলেন ষষ্ঠবার, বিশ্বকাপে প্রথম।

শিরোপা ধরে রাখা

সহজ হবে না ম্যান সিটি'র

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : পেপ গার্দিওলা দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে একচেটিয়া প্রাধান্য দেখাচ্ছে ম্যানচেস্টার সিটি। তবে এই মৌসুমে শুরুটা ভালো হয়নি তার দলের। এর পেছনে লিগের কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে মূল কারণ হিসেবে দেখছেন এই স্প্যানিশ কোচ।

গত তিন মৌসুমে টানা লিগ শিরোপা জেতা সিটির গত মৌসুমে শুরুটা প্রত্যাশানুযায়ী ছিল না। একটা লম্বা সময় পর্যন্ত এগিয়ে ছিল আর্সেনাল, তবে শেষদিকে শিরোপা লড়াই থেকে ছিটকে যায় তারা, সেই সুযোগে বাজিমাত করে সিটি।

চলতি মৌসুমে এখন পর্যন্ত লিগে ১০ ম্যাচ খেলে ৮ জয়ে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে সিটি। ২৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে টটেনহ্যাম হটস্পার, আর সিটির সমান ২৪ পয়েন্ট নিয়ে গোল পার্থক্য এগিয়ে দুইয়ে আর্সেনাল। ২৩ ও ২২ পয়েন্ট নিয়ে যথাক্রমে চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে আছে লিভারপুল ও অ্যাস্টন ভিলা।

এক ও পাঁচে থাকা দলের মধ্যে মাত্র ৪ পয়েন্টের ব্যবধানই আভাস দিচ্ছে, শিরোপা ধরে রাখার কাজটা হয়তো সহজ হবে না সিটির জন্য।

সিটির পরবর্তী ম্যাচ আজ শনিবার বোর্নমাউথের বিপক্ষে। এই ম্যাচের আগে লিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রসঙ্গে গার্দিওলা বলেন, তিনি সিটির কোচ হওয়ার পর এই মৌসুমেই সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে তাদের জন্য।

তিনি বলেন, আমি যখন (সিটির) কোচ হয়েছি, সেই তুলনায় প্রতিটি মৌসুমই কঠিন হচ্ছে। ভালো কোচ আছে, ভালো দলও আছে। এখনও ২৮টি ম্যাচ বাকি আছে এবং অনেক কিছুই ঘটতে যাচ্ছে।

বোর্নমাউথ পয়েন্ট টেবিলে আছে ১৭তম স্থানে। তবে গার্দিওলা বলেছেন, প্রতিপক্ষের প্রতি যথেষ্ট সম্মান আছে তাদের।

'পাকিস্তান হারলেই কেন বলা হয়, তারা বিরিয়ানি খায়'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চলমান বিশ্বকাপে কঠিন সময় পার করছে পাকিস্তান। মাঠ এবং মাঠের বাইরের বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে বার বার আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রে এসেছেন পাকিস্তানের ক্রিকেটাররা। যার মধ্যে অন্যতম একটি পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের বিরিয়ানি প্রেম! এমনকি বাংলাদেশ ম্যাচের আগেও নৈশভোজের জন্য কলকাতার বিখ্যাত জম জম রেস্টুরেন্ট থেকে বিরিয়ানি, চাপ ও কাবাব অর্ডার করেন বাবররা। টানা চার ম্যাচ হারের পর তাদের এমন চাহিদা ভালো চোখে দেখার লোক খুব কমই ছিল। কিন্তু মাঠের লড়াইয়ে এর কোনো প্রভাবই পড়েনি। বাংলাদেশকে ৭ উইকেটে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার সম্ভাবনা আবারও জাগিয়ে তোলে পাকিস্তান। তাই বিরিয়ানি খাওয়া নিয়ে সমালোচনাকারীদের একহাত নিলেন ইফতিখার আহমেদ। ডানহাতি এই ব্যাটার বলেন, 'যদি পাকিস্তান দল জিতে, তখন তারা বলে না ক্রিকেটাররা বিরিয়ানি খায়। কিন্তু যখন আমরা হারি, তখন কেন আমাদের বিরিয়ানি খাওয়া নিয়ে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। এমনটা নয় যে বিরিয়ানি খাওয়ার কারণেই আমরা হারছি। প্রত্যেক পেশাদার ক্রিকেটারই নিজের ফিটনেস কোন অবস্থায় আছে সেটা পরখ করে দেখে। বিরিয়ানি খেয়ে বা এমন কাজ করা যার কারণে দেশের বদনাম হয়, তাহলে আমরাও এর বিরুদ্ধে আছি।'

কদিন আগেই এক টেলিভিশন চ্যানেলে বাবর-ইফতিখারদের ফিটনেস নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন ওয়াসিম আকরাম। কিংবদন্তি এই পেসার বলেন, 'মাঠ ভেজা হোক বা না হোক, ফিল্ডিংয়ের দিকে তাকান, ফিটনেস লেভেলের দিকে তাকান। গত তিন সপ্তাহ ধরে আমরা চিৎকার করে বলছি যে, গত দুই বছরে তারা কোনো ফিটনেস পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়নি। যদি আমি নাম ধরে ধরে বলি, তাহলে তো খেলোয়াড়রা অখুশি হবে। মনে হচ্ছে, তারা প্রতিদিন আট কেজি করে খাসির গোশত খাচ্ছে। তাহলে কি কোনো ফিটনেস পরীক্ষা থাকার দরকার নেই?'

ফিল্ডিং নিয়ে পাকিস্তানের এতো সমালোচনা হলেও পরিসংখ্যান বলছে ভিন্ন কথা। ক্যাচ নেওয়ার ক্ষেত্রে এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে সফল দল তারা। ৩৭ ক্যাচের মধ্যে হাতছাড়া করেছে কেবল ৬টি। বাকিদের পেছনে ফেলে তাদের সফলতার হার ৮৬ শতাংশ।

পাকিস্তানকে সরিয়ে টেবিলের পাঁচে,

আফগানরা সেমির আরও কাছে!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে দাপুটে জয় আফগানদের সেমিফাইনালের স্বপ্নকে করেছে আরো বাস্তবসম্মত। ৭ ম্যাচে চার জয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের পাঁচ নম্বরে উঠে এসেছে আফগানরা। ৭ ম্যাচে ৩ জয় পাওয়া পাকিস্তান আফগানদের এই জয়ে টেবিলে নেমে গেছে আরো একধাপ নিচে। বাবর আজমদের অবস্থান এখন ৬।

পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা ভারত ৭ ম্যাচে ৭ জয় তুলে নিয়ে এরইমধ্যে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করে ফেলেছে। দুইয়ে থাকা দক্ষিণ আফ্রিকার সাত ম্যাচে ৬ জয়। তিনে থাকা অস্ট্রেলিয়া ৬ ম্যাচে ৪ জয় পেয়েছে। কিউইদের সাত ম্যাচে ৪ জয়। ফর্ম বিচারে দক্ষিণ আফ্রিকার সেমি ভাগ্যও নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায়। তবে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের সেমিতে যাওয়ার সুযোগ এখনো আছে। নানা যদি-কিন্তুর সমীকরণে নির্ধারিত হবে পরবর্তী সেমিফাইনালিস্ট হচ্ছে কারা। তবে আফগানদের এই দাপট অব্যাহত থাকলে তারাও সেমিফাইনালের যোগ্য দাবিদার একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

বিশ্বকাপ ধামাকা

সাকিব-শান্তর ব্যাটে

টাইগারদের লঙ্কা বধ

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : সাকিব আল হাসান ও নাজমুল হোসেন শান্তর ১৬৯ রানের জুটিতেই ম্যাচ জয়ের অনেকটা কাছে চলে গিয়েছিল টাইগাররা। পরে দলকে আরো এগিয়ে নেন অভিজ্ঞ মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও মুশফিকুর রহিম। দারুণ দলীয় মেলবন্ধনে শ্রীলঙ্কাকে ৩ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ।

৬৫ বলে ৮২ রানের দুর্দান্ত ইনিংস খেলে ফেরেন সাকিব আল হাসান। তাকে সঙ্গ দেওয়া নাজমুল হোসেন শান্তও কিছুক্ষণ পর ফেরেন ১০১ বলে ৯০ রানের ইনিংস খেলে।

শুরুতে তানজিদ হাসান ও লিটন কুমার দাসকে হারিয়ে খাবি খাওয়া বাংলাদেশ বেশ ভালোভাবেই টেনে তুলেছিলেন অধিনায়ক সাকিব আল হাসান ও তিনে খেলতে নামা নাজমুল হোসেন শান্ত।

টানা ছয় ম্যাচে হারের পর নিজেদের অষ্টম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে টস জিতে দিল্লিতে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল বাংলাদেশ। টাইগার কাপ্তানের ডাকে সাড়া দিয়ে ব্যাট করতে নেমে বেশ ভালোই করেছে শ্রীলঙ্কা। চারিথ আসালাঙ্কা দুর্দান্ত সেঞ্চুরিতে বাংলাদেশকে ২৮০ রানের টার্গেট দেয় লঙ্কানরা।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR